তাফসীর
সুরা আনফালের ৬০ নম্বর আয়াত

মূল: মাওলানা মাসউদ আজহার

অনুবাদ: মুহাম্মাদ ইলিয়াস বিন শহীদ

উৎসর্গ

যারা জিহাদের ভুল ব্যাখ্যা দাঁড় করে উম্মাহকে বিভ্রান্ত করছেন তাদের হিদায়াত কামনায়।

যারা ময়দানে ময়দানে ছুটে বেড়াচ্ছেন জিহাদের আমলকে জিন্দা করার জন্য।

শপথ নিয়েছেন হয়তো শরিয়ত নয়তো শাহাদাত তাদের সফলতা কামনায়।

আল্লাহ যেন আমাকেও সেই শাহাদাতে উজমা নসীব করেন। আমিন!

সূচিপত্র

অনুবাদকের ভূমিকা..4

সুরা আনফাল, আয়াত নং- ৬০.. 5

খোলাসা.. 5

প্রশান্তিদায়ক বক্তব্য.. 6

১. তাকরিরে উসমানী রহ...6

২. তাকরিরে আশরাফী রহ..7

৩. তাকরিরে হক্কানি রহ...8

৪. তাকরিরে মাজেদি রহ..9

৫. তাকরিরে খাজা রহ... 10

৬. তাকরিরে আশেক এলাহী রহ.................................... 12

৭. তাকরিরে আহমদি রহ... 14

৮. বরকতময় কথা...14

সব ধরনের শক্তি প্রস্তুত করো......................................15

অস্ত্র চালনা শিক্ষা করা ফরজ..16

কাফেরদের ভীত করা মুসলমানদের জন্য উপকারী............ 19

পূর্ণ যুদ্ধপ্রস্তুতি..21

জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত জারি থাকবে.............................. 22

অসহায়ত্বের অজুহাত ভুল..22

আসল বিষয় হলো ভীতসন্ত্রস্ত করা..................................23

কিসে ভীতি ছড়ায়?...24

একটি সন্দেহের অপনোদন.. 25

হে মুসলমানগণ! উক্ত হুকুমের ওপর আমল করো...............26

ইসলাম ও জিহাদের প্রস্তুতি...27

ইসলাম ও অস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা..................................... 27

লোকবল..28
সামরিক শক্তি..29
হাদিস... 29
হাদিস... 30
হাদিস.. 31
যুদ্ধপ্রস্তুতির প্রয়োজনীয়তা...34
বিবেচনাযোগ্য বিষয়... 36
জিহাদের প্রস্তুতি ফরজ... 37

অনুবাদকের ভূমিকা

উক্ত লেখাটি মূলত মাওলানা মাসউদ আজহার সাহেবের ‘ফাতহুল জাওয়াদ’ নামক কিতাবে ২য় খণ্ডের সুরা আনফালের ৬০ নম্বর আয়াতের তাফসীরের অনুবাদ। আমার কাছে পড়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে তাই তার অনুবাদ করার মনস্থ করি। আমার প্রত্যাশা, উক্ত তাফসীরটি পড়ে অনেকের ভুল ভাঙবে। অনেকেই সঠিক পথে ফিরে আসবে। আয়াতটি বর্তমান বাংলাদেশের বড় বড় অনেকে যারা জিহাদের জন্য বিভিন্ন শর্ত জুড়ে দিয়ে থাকেন তাদের চিন্তার খোরাক হবে। চিন্তার খোরাক হবে পুরো জাতির। হে মুসলিম উম্মাহ! তোমার কি এখনো একটু চিন্তা করার সময় হয়নি? আর কবে হবে? গত দেড়শ বছর ধরে তো আমরা নির্যাতিতই হয়ে এলাম। জিহাদ পরিত্যগের জন্য একেকজন একেক ব্যাখ্যা দাঁড় করেছি। আসল সমস্যাকে সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করার ফুরসতটুকুও আমাদের মেলেনি। জিহাদে বের না হওয়ার অনেক বাহানা তালাশ করেছি। এসব তালবাহানা আর শর্ত দিয়ে কি আমরা আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচতে পারবো? আল্লাহ আমাদের সবাইকে আসল সমস্যা বোঝে সে অনুযায়ী ঔষধ গ্রহণের তৌফিক দান করুন। আল্লাহ এই লেখাকে উম্মতের হিদায়াতের মাধ্যম বানান। আমিন।

উক্ত লেখার কোথাও কোন ভুল পরিলক্ষিত হলে আমাদের জানালে কৃতজ্ঞ থাকবো।

মুহাম্মাদ ইলিয়াস বিন শহীদ
৩০ এপ্রিল ২০২৬ ঈ.
ঢাকা, বাংলাদেশ

সুরা আনফাল, আয়াত নং- ৬০

بسم الله الرحمن الرحيم

وَ اَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّ مِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَ عَدُوَّكُمْ وَ اٰخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ لَا تَعْلَمُوْنَهُمْ اَللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ وَ مَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يُوَفَّ اِلَيْكُمْ وَ اَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ ﴿60﴾

অর্থ: আর তাদেরকে মোকাবিলা করার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ব-বাহিনী সদা প্রস্তুত রাখবে যদ্বারা তোমরা ভয় দেখাতে থাকবে আল্লাহর শত্রু আর তোমাদের শত্রুকে, আর তাদের ছাড়াও অন্যান্যদেরকে যাদেরকে তোমরা জান না কিন্তু আল্লাহ তাদেরকে জানেন। তোমরা আল্লাহর পথে যা কিছু খরচ করো তার পুরোপুরি প্রতিদান তোমাদেরকে দেওয়া হবে, আর তোমাদের সঙ্গে কক্ষনো জুলুম করা হবে না।

খোলাসা

মুসলমানদের ওপর আবশ্যক হলো, তাদের সাধ্যানুযায়ী ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত থাকা। সব ধরণের শক্তি সঞ্চয় করা। এবং ঘোড়া প্রতিপালন করা। যাতে আল্লাহ তা’আলার দুশমন এবং মুসলমানদের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য দুশমনদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত করতে পারো। আর এই জিহাদের প্রস্তুতি করতে গিয়ে যা কিছু মুসলমানগণ খরচ করবে দুনিয়া ও আখেরাতে তার প্রতিদান পুরোপুরি পেয়ে যাবে। আর এই খরচ তাদের জন্য লাভজনক সওদা হবে। এবং তাতে কোনো লোকসান হবে না।

প্রশান্তিদায়ক বক্তব্য

উক্ত আয়াতটি ইসলামের জিহাদি শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। মুসলমানদের উচিত এই আয়াতকে ভালোভাবে বোঝা এবং তার প্রতিটি ইঙ্গিতের ওপর আমল জিন্দা করা। উক্ত আয়াতের তাফসীর বোঝার জন্য হজরত মুহাক্কিকগণের কিছু প্রশান্তিদায়ক বক্তব্য দেখুন। এবং তারপরে বাকি ফায়দা বর্ণনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

১. তাকরিরে উসমানী রহ.

অর্থাৎ আল্লাহর ওপর ভরসা করার অর্থ এই নয় যে, শরীয়তসম্মত প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ছেড়ে দেবে। মুসলমানদের ওপর ফরজ হলো, তাদের সাধ্যানুযায়ী জিহাদের অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত করা। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জমানায় ঘোড়ার বাহন, তরবারি প্রশিক্ষণ ও তিরন্দাজি করা ছিল জিহাদের আসবাব। আর বর্তমানে বন্দুক, কামান, হেলিকপটার, বিমান, ডুবোজাহাজ, লৌহবর্ম যুক্ত ক্রুজার ইত্যাদি প্রস্তুত করা ও ব্যবহারে আনা। যুদ্ধকলা শেখা। এমনকি শরীরচর্চা করা সবই যুদ্ধের আসবাব হিসেবে গণ্য হবে। একইভাবে ভবিষ্যতে লড়াইয়ের যেসকল অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত হবে ইনশাআল্লাহ সেই সবকিছুই উক্ত আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর ঘোড়া সম্পর্কে তো স্বয়ং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. অর্থাৎ কিয়ামত পর্যন্ত ঘোড়ার কপালে কল্যাণ রেখে দেওয়া হয়েছে। এবং হাদিসে এসেছে, যে ব্যক্তি জিহাদের নিয়তে ঘোড়া প্রতিপালন করে তার খাদ্য, পানীয় এমনকি তার প্রতিটি কদমে সওয়াব পাওয়া যায়। তার খাদ্য ও গোবর সবকিছুই কিয়ামতের দিন মিজানের পাল্লায় ওজন করা হবে।

ترهبون به অর্থাৎ এইসকল প্রস্তুতি ও আসবাব দুশমনের ওপর ভীতি ছড়িয়ে দেওয়ার এক বাহ্যিক উপকরণ মাত্র। বিজয় ও সফলতার আসল উপকরণ তো আল্লাহ তা'আলার সাহায্য যা আগেই বর্ণনা করা হয়েছে। এবং যাদেরকে তোমরা জান না। অর্থাৎ মুনাফিকরা যারা মুসলমানির পর্দায় থাকে। অথবা বনি কুরাইজার ইহুদি অথবা রোম বা পারস্যসহ ঐসকল জাতি যাদের সঙ্গে ভবিষ্যতে মোকাবিলা হবে।

وما تنفقوا من شيئ এখানে আর্থিক জিহাদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ জিহাদের প্রস্তুতিতে যে পরিমাণ মাল খরচ করবে তার পুরোপুরি প্রতিদান তোমাদের দিয়ে দেওয়া হবে। অর্থাৎ এক টাকার বিনিময়ে ৭০০ টাকা। والله يضاعف لمن يشاء আর অনেক সময় দুনিয়াতেই তার থেকে অনেকগুণ বেশি বিনিময় মিলে যায়। (তাফসীরে ওসমানি)

২. তাকরিরে আশরাফী রহ.

পূর্বে কাফেরদের সঙ্গে লড়াইয়ের আলোচনা হচ্ছিল। এখন লড়াইয়ের আসবাবপত্র প্রস্তুতির নির্দেশ এসেছে। وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ থেকে وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ পর্যন্ত। এবং সেই কাফেরদের মোকাবিলায় তোমাদের সাধ্যমতো অস্ত্রশস্ত্র ও পালিত ঘোড়ার আসবাবপত্র প্রস্তুত করে রাখো। সেই আসবাবপত্রের মাধ্যমে ভীতি সঞ্চয় করো তাদের বিরুদ্ধে যারা কুফরির কারণে আল্লাহ তা'আলার দুশমন এবং তোমাদের উদ্বেগের কারণে তোমাদেরও দুশমন। এবং যারা দিবানিশি আপনার মুখোমুখি দাঁড়াতে চায়। এবং তাদের ছাড়া অন্যান্য কাফেরদের ওপরও ভীতি সঞ্চয় করে রাখুন যাদের ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে আপনি জানেন না। বরং আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে জানেন। যেমন রোম ও পারস্যের কাফেররা। যাদের সঙ্গে এখনো আপনার

মোকাবিলা হয়নি। কিন্তু সাহাবিদের সময়ে তাদের সাজসরঞ্জাম ও সামরিক দক্ষতা তাদের বিরুদ্ধে কাজে এসেছিল। এবং তাদের ওপরও ভীতি জমেছিল। তাদের কেউ কেউ মোকাবিলায় এসে পরাজিত হয়েছিল। আর কেউ কেউ জিজয়া বা টেক্স কবুল করে নিয়ে তবে এটিও ছিল ভীতির কারণেই। এবং আল্লাহর রাস্তায় (যাতে জিহাদও আছে) যা কিছু খরচ করা হবে (যাতে ঐ খরচও চলে এসেছে যা অস্ত্রশস্ত্র ও বাহন ঠিক করার কাজে ব্যবহৃত হয়) তার সওয়াব ও প্রতিদান আখেরাতে তোমাদেরকে পুরোপুরি দেওয়া হবে। এবং তাতে তোমাদের জন্য কিছুই কম করা হবে না।

ফায়দা

হাদিসে তিরন্দাজির অনুশীলন এবং ঘোড়া রাখা ও তাতে আরোহণ শেখার অনেক ফজিলত এসেছে। বর্তমানে বন্দুক ও তোপ তীরের স্থলাবিশিক্ত হবে। এবং শক্তির মধ্যে এই সবকিছু এবং শরীরচর্চাও অন্তর্ভুক্ত। (বয়ানুল কুরআন)

৩. তাকরিরে হক্কানি রহ.

এই যুদ্ধশক্তির ফায়দা বা উপকারিতা হলো দুশমনকে ভীতি প্রদর্শন করা। কারণ শত্রুরা ইলমকে ভয় পায় না, না কোন চুক্তিকে, না কোন নতুন উজ্জল পোশাক বা অভ্যাসকে, সে তো কেবল যুদ্ধের শক্তিকেই ভয় পায়। যার মধ্যে এই শক্তি আছে তাকেই ইজ্জত-সম্মান করা হয় এবং তার জন্যই প্রতিশ্রুতি আছে। অর্থাৎ তার চুক্তিকেই মানুষ মর্যাদা দেয়। তাতে মুসলমানদের যা কিছু খরচ করা হবে তার প্রতিদান আল্লাহ তা’আলার কাছে পরিপূর্ণভাবে দেওয়া হবে। (তাফসীরে হক্কানি)

৪. তাকরিরে মাজেদি রহ.

আয়াতের মধ্যে গভীরতম এক বাস্তব শিক্ষা রয়েছে। তা হলো, কাফেররা সর্বদা তোমাদের এবং তোমাদের ধর্মের দুশমনই থাকবে। সুতরাং তোমরা তাদের মোকাবিলার জন্য সর্বদা তৈরি থেকো। তাদের দিক থেকে কখনোই উদাসীন হয়ো না। এবং নিজেদের কাছে সর্বদা ঐ সকল সরঞ্জাম প্রস্তুত রাখো, যার কারণে তাদের ওপর ভয় চেপে বসবে। এবং তাদের অন্তর প্রকম্পিত থাকবে। আয়াতে দুনিয়াবি সরঞ্জাম দিয়ে সজ্জিত ও প্রস্তুত থাকার ওপর স্পষ্ট তাকিদ দেওয়া হয়েছে। এবং আয়াতটি সেই অজ্ঞতাপূর্ণ চিন্তাভাবনার মূল কেটে দিয়েছে যে, ইসলাম ধর্ম কেবল ভরসা করার ধর্ম। এখানে পরিকল্পনা ও চেষ্টা-প্রচেষ্টা বর্জন করা হয়।

من قوة এখানে শক্তি শব্দটি ব্যাপক। সংখ্যার শক্তি, যুদ্ধের সরঞ্জামের শক্তি, যুদ্ধের মেশিনারিজের শক্তি সবকিছুই এখানে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এমনকি কতক ফকিহগণের নিকট লম্বা নখ রাখাও শক্তির অন্তর্ভুক্ত। আর হাদিসের মধ্যে قوة শক্তির ব্যাখ্যা করা হয়েছে رمي বা নিক্ষেপণ দ্বারা। সে সময় رمي বা নিক্ষেপণ এর উদ্দেশ্য ছিল শুধুমাত্র তির। আর বর্তমানে তার উদ্দেশ্য তোপ ও বন্দুকের মতো সকল প্রকারের যন্ত্র।

وقد روي فى القوة انها الرمي (جصاص) عموم اللفظ شامل لجميع ما يستعان به على العدو ومن سائر أنواع السلاح وآلات الحرب (جصاص) اى اعداد جميع أسباب القوة لها بقدر الاستطاعة (المنار) قال أصحاب المعاني الأولى ان يقال ان هذا عام في كل ما يتقوى به على حرب العدو وكل ما هو الة للغزو والجهاد فهو من جملة القوة ۔ (كبير) هذا يدل على ان جميع ما يقوى على العدو فهو مأمور باستعداده (جصاص) اى من كل ما يتقوى به في الحرب كائنا ما كان (روح)

রুহুল মাআনির মুসান্নিফ রহ. উক্ত আয়াতের অধীনে বন্দুকের কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। আর যদি আজকের দিন হতো তাহলে মেশিনগান, বিমান, ট্যাংক, যুদ্ধ জাহাজ, হাইড্রোজেন বোম এবং অ্যাটম বোম ইত্যাদি সবকিছুর নাম চলে আসত। আর এমন ব্যাখ্যা রশিদ রেজা মিশরি এর তাফসীরে পাওয়া যায়।

وإطلاق الرمي في الحديث يشمل كل ما يرمى به العدو من سهم أو قذيفة منجنيق او طيارة أو بندقية أو مدفع وغير ذلك وان لم يكن كل هذا معروفاً في عصره صلى الله عليه وسلم فان اللفظ يشمله (المنار) فالوا جب على المسلمين في هذا العصر بنص القرآن صنع المدافع بانواعها البنادق والدبابات والطيارات وانشاء السفن الحربية بأنواعها. (المنار)

رباط الخيل. এই হুকুম থেকে অশ্বারোহী বাহিনীর গুরুত্ব স্পষ্ট। বর্তমান যুদ্ধসমূহে অশ্বারোহী বাহিনীর গুরুত্ব সম্পর্কে জানতে ইংরেজি তাফসীরুল কুরআন দেখুন:

মুরশিদ থানবী রহ. বলেন, উক্ত আয়াতসমূহে উল্লিখিত যুদ্ধ ও রাজনীতির কৌশলগুলো সুস্পষ্টভাবে একথার প্রতি ইঙ্গিত করে যে, রাজনৈতিক বিভিন্ন কৌশল সর্বোচ্চ আত্মিক পূর্ণতার পরিপন্থি নয়। যেমনটি কিছু সীমালঙ্ঘনকারী ও অপূর্ণ সুফি দরবেশরা মনে করে থাকে। (তাফসীরে মাজেদি)

৫. তাকরিরে খাজা রহ.

দুনিয়ার অবাধ্য শক্তিগুলো এবং শয়তানি সরকারগুলো একমাত্র শক্তির সামনেই মাথা নত করে। নৈতিকতার বয়ান, মানবপ্রেম এবং জ্ঞান ও প্রজ্ঞার প্রচার এই লোকগুলোর কাছে কেবল আকর্ষণীয় শব্দ মাত্র। শান্তি ও নিরাপত্তা যদি কোথাও আশ্রয় নিয়ে থাকে তাহলে তা হলো তরবারির ছায়াতলে। প্রতিশ্রুতি ও চুক্তির মান্যতা তখনই হয়েছে যখন বিপরীত শক্তি খুবই শক্তিশালী ছিল। অন্যথায় চুক্তিনামাকে কাগজের টুকরোর চেয়ে বেশি

মূল্যায়ন করা হয়নি। আর কিছু লোক তো ক্ষমতার অহংকারে এমনও বলে চিৎকার করে ওঠেছে যে, অঙ্গীকার তো কেবল ভাঙার জন্যই করা হয়। এসবই শক্তি ও ক্ষমতার খেলা। এটা নতুন কিছু নয়। এই আওয়াজ শতাব্দীকাল ধরে আমাদের কানে শোনা যাচ্ছে।

ونكر إن شئنا على الناس قولهم

ولا ينكرون القول حين نقول

আমরা চাইলে মানুষের কথাকে অস্বীকার করে দিই
কিন্তু আমাদের কথা তারা অস্বীকার করতে পারে না।
একজন মূর্খ কবি তারা শক্তি এভাবে প্রকাশ করেছে যে,

إذا بلغ الفطام لنا صبي

تخر له الجبابر ساجدينا

যখন আমাদের ছেলে দুধ ছাড়ার বয়সে পৌঁছে
তখন শক্তিমানরাও আমাদের সামনে নতজানু হয়ে পড়ে।
মানুষ যেহেতু শক্তি ও সামর্থ ব্যতীত কোন কিছুকেই মান্য করে না তাই বলা হয়েছে, মুসলমানরাও যেন তরবারির জবাব তরবারি দিয়ে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকে। যাতে শুধুমাত্র উপস্থিত শত্রুরাই নয় বরং ঐসকল শত্রুরাও ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে যারা ভবিষ্যতে তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার পরিকল্পনা রাখে। (তাফসীরুল ফুরকান)
যে ব্যক্তি জিহাদ ফি-সাবিলিল্লাহর পথে খরচ করে তার পুরোপুরি প্রতিদান মিলবে। ইতিহাস সাক্ষী, কত অল্প সময়ে আরবরা কীভাবে সারা দুনিয়ার ওপর ছেয়ে গিয়েছিল। আর এটাই ছিল সেই প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকারের বাস্তবায়ন। (তাফসীরুল ফুরকান)

৬. তাকরিরে আশেক এলাহী রহ.

তারপর মুসলমানদের হুকুম দেওয়া হয়েছে, তোমরা যথাসাধ্য দুশমনের সঙ্গে লড়াই এবং তাদের প্রতিরোধ করার জন্য সবধরণের শক্তি সঞ্চয় করে রাখ। এখানে ما استطعتم শব্দটি ব্যাপক শব্দ। যাতে সকল জমানার সব ধরণের প্রস্তুতি অন্তর্ভুক্ত। আর من قوة শব্দটি অনির্দিষ্ট বাচক শব্দ। এটিও ব্যাপক শব্দ। যে জমানায় যে ধরণের হাতিয়ারের প্রয়োজন হয় সব ধরণের শক্তি জমা করাকে বোঝায়। সুতরাং এই সবকিছু বানানো, সংগ্রহ করা। এবং দ্বিতীয় প্রকারের শক্তি হলো, ঐক্য ও একাত্মতা এবং প্ররস্পরের পরামর্শের শক্তি। এই সবকিছুই من قوة এর অন্তর্ভুক্ত। এবং رباط الخيل বলে পালিত ঘোড়া প্রস্তুত রাখার হুকুম দেওয়া হয়েছে। আয়াতের মধ্যে من قوة বলে বুঝানো হয়েছে, যতটা সম্ভব হয় সর্বপ্রকারের শক্তি প্রস্তুত করে রাখো। এই শব্দের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي.

অর্থাৎ শক্তি হলো তির নিক্ষেপ করা। একথা তিনবার বলেছেন। (সহিহ মুসলিম, খণ্ড-১, পৃ. ১৪২)

তির নিক্ষেপ করাকে শক্তি এজন্য বলা হয়েছে, কারণ তার দ্বারা অনেক দূর থেকে শত্রুর ওপর হামলা করা যায়। তবে শত্রু যদি সামনাসামনি এসে যায় তাহলে তো তরবারি দিয়ে লড়াই করতেই হবে। আর যদি দূর থেকে মোকাবিলা হয় তাহলে দূর থেকেই তির দ্বারা দুশমনকে পিছপা করা যায়। এজন্যই বদরের যুদ্ধের সময় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত সাহাবায়ে কেরাম রা. কে বলেছিলেন, যখন দুশমন তোমাদের কাছে এসে যায় তাহলে তির নিক্ষেপ করো। এবং নিজেদের তীরগুলোকে হেফাজত করো। (বুখারী) তার উদ্দেশ্য ছিল, যখন দুশমন দূরে থাকে তখন নিজেদের তির

নিক্ষেপ করে নষ্ট করো না। কেননা তখন তা জমিনের ওপর পড়ে নষ্ট হতে পারে। আর দুশমন যখন এতটা নিকটবর্তী হয়ে যায় যে, তির তাদের শরীরে লাগবে তখন তির নিক্ষেপ করো। আর যখন একেবারে সামনাসামনি হয়ে যায় তখন তরবারি দিয়ে জমে থেকে লড়াই করো।

ألا إن القوة الرمي এর মধ্যে বর্তমান যুগের বোমাও অন্তর্ভুক্ত।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ألا إن القوة الرمي বলেছেন তাতে رمي শব্দের مفعول উল্লেখ করা হয়নি। (অর্থাৎ কোন জিনিস দ্বারা নিক্ষেপ করবে)। আর তার দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, নিক্ষেপ করার মতো যখনই কোন জিনিস অস্তিত্বে এসে যাবে সেই সকল শক্তিই তার অন্তর্ভুক্ত হবে। এবং মুসলমানদের জন্য সেগুলো অর্জন করার প্রতি গুরুত্বারোপ করা জরুরি। নতুন নতুন অস্ত্রশস্ত্র যেমন মিজাইল, বোম সবকিছুই এই ব্যাপকতার অন্তর্ভুক্ত। মুসলমানদের জন্য আবশ্যক হলো وَ اَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ এর নির্দেশ অনুসারে তারা যেন সবধরণের হাতিয়ার প্রস্তুত করে নেয়। এবং নিজেরা বানায় এবং প্রয়োজন হলে অন্যদের থেকে ক্রয় করে। তবে শুধুমাত্র ক্রয়ের ওপরেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। বর্তমানে তো নতুন নতুন সবধরণের অস্ত্রশস্ত্র কাফেররা বানায়। আর কাফেররা হলো সব এক জাতি। তারা তো অস্ত্রশস্ত্র অন্য কাফেরদেরকে আগে দেবে এবং বেশি দেবে। আর মুসলমানদেরকে চাইলে অল্প দেবে এবং মূল্য অনেক বেশি রাখবে। এটা মুসলমানদের কত বড় উদাসীনতা যে, তারা কাফেরদের কাছ থেকে হাতিয়ার ক্রয় করে। আর নিজেরা বানায় না। কাফেরদেরকে নিজেদের ওপর কর্তৃত্ব দিয়ে রেখেছে। বরং তারা মুসলমানদেরকে বাধ্য করে বলে যে, তোমরা কি বানাচ্ছ আমাদের দেখাও। এর অর্থ হলো, নিজেদের কোনো অবস্থান নেই। এটা অনেক বড় ভুল। ইসলাম তো বড় ও উঁচু হয়ে জীবিত থাকার কথা বলে। কাফেরদের সামনে ঝুঁকা এবং কাফেরদের সামনে নিজেদের গোপনভেদ বলার অনুমতি

কখনোই দেয় না। নিজেদের শক্তি প্রস্তুত রাখার নির্দেশ দেওয়ার পর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللّٰهِ وَ عَدُوَّكُمْ ۔

এর দ্বারা তোমরা আল্লাহর দুশমনকে এবং নিজেদের দুশমনকে ভীতি প্রদর্শন করবে। যখন তোমাদের শক্তি সঞ্চিত হবে এবং দুশমন এই খবর জানবে তখন তারা তোমাদেরকে ভয় পাবে। এবং তোমাদের ওপর হামলা করার মতো হিম্মত করবে না। যেহেতু হাতিয়ার প্রস্তুত করতে মাল খরচ করতে হয়। এবং ঘোড়া প্রতিপালনের মধ্যেও মাল খরচ করতে হয় এবং জিহাদে অংশগ্রহণের জন্যও মালের প্রয়োজন হয় তাই হাতিয়ার প্রস্তুত করার হুকুম দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এটাও ইরশাদ করেন যে, যা কিছু আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় খরচ করবে তার পরিপূর্ণ প্রতিদান ও সওয়াব তোমাদেরকে প্রদান করা হবে। (তাফসীরে আনওয়ারুল বয়ান)

৭. তাকরিরে আহমদি রহ.

হে আল্লাহর অনুগত বান্দাগণ! তোমরা সর্বদা ইসলামের শত্রুদের দমন করার জন্য তোমাদের সামরিক শক্তি প্রস্তুত করে রাখো। (হাশিয়ায়ে হজরত লাহোরী রহ.)

৮. বরকতময় কথা

নির্দেশ হয়েছে, তোমাদের সাধ্যমতো শক্তি দ্বারা জিহাদ আঞ্জাম দাও। তাতে তিরন্দজি, হাতিয়ার জমা করা সবই অন্তর্ভুক্ত। এবং ঘোড়া প্রতিপালন করতে তার খাবার-দাবারে যে খরচ হয় বরং তার বিষ্টাও কিয়ামতের দিন মিজানের পাল্লায় ওজন জরা হবে। বলা হয়েছে, এসকল মাধ্যম কেবল ভীতি প্রদর্শনের জন্য। এগুলোকে বিজয়ের কারণ জানবে না। কারণ বিজয় তো একমাত্র

আল্লাহ তায়ালার সাহায্যে হবে। আর ঐসকল লোক যাদেরকে তোমরা জান না তারা হলো মুনাফিক। তারা বাহ্যিকের ওপর মুসলমানির পর্দা দিয়ে রাখে। (মুজিহুল কুরআন)
উক্ত আটটি বক্তব্য দ্বারা আয়াতে মুবারাকার অনেকগুলো দিক স্পষ্ট হয়ে গেছে। এবং পূর্বের আয়াতের সঙ্গে তার সম্পর্কও স্পষ্ট হয়ে গেছে। আরবি তাফসীরগুলোতেও উক্ত আয়াতের বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। যদি সবগুলো এখানে উল্লেখ করা হয় তাহলে আলোচনা অনেক লম্বা হয়ে যাবে। সুতরাং আয়াতের কিছু উপকারী দিক এখানে আপনাদের খেদমতে পেশ করছি:

সব ধরনের শক্তি প্রস্তুত করো

ইমাম আবু বকর জাসসাস রহ. লিখেছেন:
আল্লাহ তায়ালা উক্ত আয়াতে মুসলমানদের নির্দেশ দিয়েছেন, তারা যেন যুদ্ধের পূর্বেই অস্ত্রশস্ত্র এবং যুদ্ধের বাহন প্রস্তুত করে রাখে। যাতে দুশমনের ওপর ভীতি সঞ্চার হয়। তারপর তিনি একটি সূক্ষ্ম বিষয় লিখেছেন, তা হলো:
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন: قوة বা শক্তি رمي বা নিক্ষেপের মধ্যে। অর্থাৎ তিরন্দাজির মধ্যে। তো এর দ্বারা একথা প্রমাণ হয় না যে, তিরন্দাজি ব্যতীত আর কোথাও শক্তি নেই। বরং তার মধ্যে সব ধরনের অস্ত্রশস্ত্র এবং যুদ্ধের আসবাবপত্র এসে যায়। এবং স্বয়ং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদিসের মধ্যে এসেছে:
عن الحكم بن عمير قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لا نحفي الأظفار في الجهاد. وقال ان القوة في الأظفار.

অর্থাৎ হযরত হাকাম ইবনে উমাইর রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, জিহাদের মধ্যে

আমরা যেন আমাদের নখগুলো না কাটি। তিনি ইরশাদ করেন, নখের মধ্যে শক্তি রয়েছে। সুতরাং উক্ত হাদিস দ্বারা প্রমাণ হয়, প্রত্যেক ওই জিনিস যার দ্বারা দুশমনের ওপর শক্তি আরোপ করা যাবে (তার ক্ষয়ক্ষতি পৌঁছানো যাবে) সেটাই শক্তি। এবং আয়াতের মধ্যে এই ধরনের সকল শক্তি প্রস্তুত করার হুকুম দেওয়া হয়েছে।

وقال الله تعالى: وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً. (الاولى ٤٦) فذمهم على ترك الاستعداد والتقدم قبل لقاء العدو.

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন: যদি এই মুনাফিকরা জিহাদে বের হওয়ার ইচ্ছা রাখত তাহলে পূর্ব থেকেই তারা আসবাবপত্র প্রস্তুত করে রাখত। মুনাফিকরা পূর্বে থেকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি কেন নেয়নি আল্লাহ তা'আলা এই বিষয়টির জন্যও তাদের তিরস্কার করেছেন।

ইমাম জাসসাস রহ. উক্ত আয়াতের তাফসীরে কতগুলো হাদিসও উল্লেখ করেছেন। যেগুলোর মধ্য থেকে একটি হাদিস হলো এই:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حق الولد على الوالد ان يعلمه كتاب الله والسباحة والرمي.

অর্থ: রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন: পিতার ওপর পুত্রের একটি হক বা অধিকার হলো, সে তাকে আল্লাহ তাআলার কিতাব, সাঁতার এবং তির নিক্ষেপ শেখাবে। (আহকামুল কুরআন)

অস্ত্র চালনা শিক্ষা করা ফরজ

ইমাম কুরতুবি রহ. উক্ত আয়াতের তাফসীর লিখেছেন পাঁচ পৃষ্ঠা ব্যপী। তা থেকে নির্বাচিত কিছু বিষয় নিচে তুলে ধরা হলো:

১. জিহাদের জন্য অস্ত্রশস্ত্র ও বাহন প্রস্তুত করার হুকুম এজন্য দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা কিছু মানুষকে কিছু মানুষ দ্বারা পরীক্ষা করে থাকেন।

অন্যথায় এই অস্ত্রশস্ত্র ছাড়া অন্যান্য ছোট ও নিম্ন স্থরের জিনিস যেমন মাটি দ্বারাও কাফেরদের পরাজিত করতে পারেন। (কিন্তু উক্ত হুকুমে পরীক্ষা রয়েছে যে, কোন মুসলমান তাকে পূর্ণ করে আর কোন মুসলমান তাকে পূর্ণ করো না)

২. সহিহ হাদিসে এসেছে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, অচিরেই বড় বড় দেশগুলো তোমাদের কাছে বিজিত হবে। এবং তখন একমাত্র আল্লাহই তোমাদের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবেন। আর তখনও তোমরা তিরন্দাজি থেকে উদাসীন হয়ো না।

৩. হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মানুষের সব ধরণের খেলাধুলা বাতিল (অর্থাৎ ফায়দাহীন) কিন্তু তিন ধরণের খেলা আছে যেগুলো ফায়দাহীন নয়। ১. তিরন্দাজি। ২. ঘোড়া চালনা শেখা। ৩. নিজের স্ত্রীর সঙ্গে খেলা করা।

৪. তিরন্দাজির বহু ফজিলত রয়েছে। মুসলমানদের জন্য তো তার উপকারিতা অনেক বেশি। এবং দুশমনের ওপর তার আঘাত অনেক কঠিনভাবে পড়ে। এজন্যই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, হে ইসমাইল আ. এর সন্তানরা! তোমরা তিরন্দাজি করো। নিশ্চয়ই তোমাদের পিতা হজরত ইসমাইল আ. তিরন্দাজ ছিলেন।

৫. ঘোড়ায় আরোহণ ও অস্ত্র চালনা শিক্ষা করা ফরজে কেফায়া। এবং কখনো কখনো ফরজে আইন হয়ে যায়।

৬. জিহাদের জন্য ঘোড়া বাঁধার অনেক ফজিলত ও উঁচু মর্যাদা বর্ণিত হয়েছে। হজরত উরওয়া আল-বারেকি রহ. এর কাছে ৭০ টি ঘোড়া ছিল যেগুলো জিহাদের জন্য সর্বদা প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকত। হজরত ইকরিমা রা. এবং ওলামায়ে কেরামের এক জামাতের নিকট ঘোড়ী পালন করা বেশি উত্তম। কেননা তার পেট হলো প্রজনন কেন্দ্র। এবং তার পেট সম্মানের জায়গা। হজরত জিবরিল আ. এর কাছে ঘোড়ী থাকত।

৭. তোমরা তোমাদের দুশমন ও আল্লাহর দুশমনকে ভীতসন্ত্রস্ত করো। এবং আরো এমন কিছু মানুষকে যাদেরকে তোমরা জান না। তবে আল্লাহ তা'আলা তাদের জানেন। এখানে আরো মানুষ দ্বারা কে উদ্দেশ্য?

১. ইমাম সুদ্দি রহ. বলেন: পারস্য ও রোম।

২. ইমাম কুরতুবি রহ. বলেন: জিন জাতি।

৩. সুহাইলি রহ. বলেন: বনি কুরাইজা।

৪. প্রত্যেক ঐ দুশমন যার দুশমনি জানা ও প্রসিদ্ধ না হয়। (অর্থাৎ গুপ্ত দুশমন)

ইমাম কুরতুবি রহ. বলেন:

ولا ينبغي أن يقال فيهم شيئ لأن الله سبحانه قال: وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم.

অর্থাৎ যেহেতু আয়াতের মধ্যে এসেছে, তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা জানেন আর তোমরা জাননা। সুতরাং সেই দুশমন অমুক এমনটা বলা উচিত নয়। আর ইমাম কুরতুবি রহ. এর নিকট 'জিন' উদ্দেশ্য হওয়াটা হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। তিনি লিখেছেন:

إلا أن يصح حيث جاء في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قوله في هذه الآية هم الجن، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشيطان لا يخبل أحدا في دار فيها فرس عتيق،

অর্থাৎ যেই ঘরে উত্তম জিহাদি ঘোড়া থাকে সেই ঘরের কারো ওপর জিনেরা প্রভাব ফেলতে পারে না।

৮. ইমাম কুরতুবি রহ. ঘোড়ার ফজিলত ও উত্তম ঘোড়ার প্রকার সম্পর্কেও কিছু বর্ণনা নিয়ে এসেছেন। সেই সবগুলো বিস্তারিত জানার জন্য তাফসীরে কুরতুবি দ্রষ্টব্য)

কাফেরদের ভীত করা মুসলমানদের জন্য উপকারী

ইমাম রাজি রহ. তাফসীরে কাবিরে উক্ত আয়াতের ওপর বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তার বিশ্লেষণ থেকে কিছু উপকারিতা লক্ষ্য করুন:

১. পূর্বের আয়াতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে হুকুম দেওয়া হয়েছিল, প্রতিশ্রুতি ও চুক্তি ভঙ্গকারী কাফেরদেরকে কঠিন ও শিক্ষামূলক শাস্তি প্রদান করুন। এবং যাদের থেকে খিয়ানতের আশংকা হয় তাদের চুক্তি তাদের কাছে ফিরিয়ে দিন। আর উক্ত আয়াতে হুকুম দেওয়া হয়েছে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি করে রাখুন।

২. আয়াতের মধ্যে قوة (শক্তি) দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, প্রত্যেক ঐ জিনিস যা শক্তি অর্জনের মাধ্যম হয়। আর এই ব্যপারে চারটি বক্তব্য রয়েছে। ১. قوة দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, সবধরণের অস্ত্রশস্ত্র। ২. قوة দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তির নিক্ষেপণ। এবং নিক্ষেপ করার শক্তি। ৩. قوة দ্বারা উদ্দেশ্য হলো দুর্গ। ৪. দুশমনের সঙ্গে লড়াইয়ে যা কিছু কাজে আসে তাই শক্তি।

৩. ঘোড়া হলো জিহাদের শক্তিশালী অস্ত্র। বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে সিরিন রহ. কে জিজ্ঞেস করল, অমুক ব্যক্তি তার এক তৃতীয়াংশ সম্পদ দুর্গের জন্য ওসিয়ত করেছে। ইমাম ইবনে সিরিন রহ. বললেন: তার মালের দ্বারা ঘোড়া ক্রয় করে জিহাদের জন্য প্রস্তুত করে রাখ। যেন সেগুলো দিয়ে জিহাদ করা হয়। (অর্থাৎ তিনি ঘোড়াকে দুর্গ আখ্যা দিয়েছেন)

৪. কতক হজরতগণ ঘোড়ীর ফজিলত বেশি বলেছেন। তার কারণ এই যে, তার দ্বারা বংশ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু তার জবাবে বলা যায়, নর ঘোড়া কাফের ও দুশমনের ওপর হামলায় বেশি শক্তিশালী। এজন্য এই শব্দ خيل কে ব্যাপক রাখা হোক। চায় ঘোড়া হোক কিংবা ঘোড়ী। যেটাই জিহাদের জন্য পালন ও প্রস্তুত করা হোক।

৫. কাফেররা যখন জানতে পারবে যে মুসলমানরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত এবং অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত তখন তাদের ওপর ভয় ঝেঁকে বসবে। আর এই ভয়ের অনেক উপকারিতা রয়েছে, যেমন:

- তারা দারুল ইসলামে হামলা করবে না।
- ভয় যদি বেশি হয় তাহলে সম্ভাবনা আছে যে, তারা নিজেরাই জিজিয়া (টেক্স) দিতে রাজি হয়ে যাবে।
- সম্ভাবনা আছে তারা এই ভয়ের কারণে ইসলাম গ্রহণের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যাবে।
- তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে অন্য কাফেরদের সহযোগিতা করবে না।
- এর দ্বারা দারুল ইসলামের শান ও মান আরো বেড়ে যাবে।

৬. وَ اٰخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ সবচেয়ে সহিহ বর্ণনা অনুসারে এই অন্য লোকদের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মুনাফিকরা। এখন প্রশ্ন হলো, মুনাফিকদের বিরুদ্ধে তো কোনো লড়াই হবে না তাহলে যুদ্ধের প্রস্তুতি দ্বারা তাদের ওপর ভীতি ছেয়ে যাবে এর দ্বারা উদ্দেশ্য কী? জবাব হলো, তাদের ওপর দুইভাবে ভীতি ছেয়ে যাবে:

১. যখন তারা মুসলমানদের শক্তি ও যুদ্ধপ্রস্তুতি দেখে, তখন তাদের এই আশা ভেঙে যাবে যে, অচিরেই মুসলমানদের পরাজয় হবে। সুতরাং এই অবস্থায় তাদেরকে মুখলিস মুসলমান হওয়ার প্রতি উৎসাহিত ও আকৃষ্ট করবে। (অর্থাৎ শক্তির জোর দেখে ভয় পেয়ে যায়। এবং কুফরি ছেড়ে দেয়)

২. মুনাফিকরা সর্বদা মুসলমানদের খারাপ সময়ের অপেক্ষা করে এবং মুসলমানদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা ও বিচ্ছিন্নতা ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু মুসলমানদের বেশি শক্তি দেখে তারা ভীত হয়ে যায়। এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকে।

৭. يُوَفَّ اِلَيْكُمْ তোমরা যা কিছু আল্লাহর রাস্তায় খরচ করবে তারা পুরোপুরি প্রতিদান তোমাদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

قال ابن عباس يوف لكم أجره أي لا يضيع في الآخرة أجره ويعجل الله عوضه في الدنيا.

অর্থাৎ হজরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন: (আয়াতের উদ্দেশ্য হলো) তোমরা যা কিছু খরচ করবে তার পরিপূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হবে। অর্থাৎ আখেরাতে তার প্রতিদান নষ্ট হবে না। এবং দুনিয়াতেও অচিরেই তার প্রতিদান দান করা হবে। (তাফসীরে কাবির)

পূর্ণ যুদ্ধপ্রস্তুতি

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ আবু হাইয়্যান আন্দুলুসি রহ. কয়েক পৃষ্ঠা ব্যপী উক্ত আয়াতের তাফসীর লিখেছেন। তার তাফসীর থেকে কিছু ফায়দা নিচে লক্ষ্য করুন:

১. উক্ত আয়াতে ঐসকল কাফেরদের বিরুদ্ধে প্রস্তুতির কথা বলা হয়েছে যাদের সঙ্গে সেই সময় লড়াই চলছিল। এবং তাদের পরে আসা সকল কাফেরের জন্যও বলা হয়েছে।

وهم المأمورون بحربهم في ذلك الوقت ويعم من بعده.

২. শক্তির দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যুদ্ধের প্রস্তুতি যেমন, তিরন্দাজি, নর ঘোড়া, অন্তরের মজবুতি, পরস্পরের ঐক্য, মজবুত দুর্গ বানানো, যুদ্ধের আসবাবপত্র, সংখ্যা, পাথেয়, উত্তম পোষাক ইত্যাদি।

حتى أن مجاهدا رئى يتجهز للجهاد وعنده جوالق فقال هذا من القوة.

৩. وما تنفقوا من شيئ. আল্লাহ তা'আলা জিহাদের রাস্তা ইত্যাদিতে খরচ করার প্রতি উৎসাহিত করেছেন। সাহাবায়ে কেরাম রা. একেকজন পুরো জামাতের জন্য ঘোড়া, উট ইত্যাদির বন্দোবস্ত করতেন। হজরত ওসমান গনি রা. তাবুকের যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য ১০০০ দিনার দান করেছিলেন।

يوف إليكم. অর্থাৎ তার বদলা ও সওয়াবে কোনো ধরণের কম করা ব্যতীয় পরিপূর্ণভাবে আদায় করে দেওয়া হবে। এক বর্ণনা মতে, এই পরিপূর্ণ প্রতিদান দুনিয়াতেই দেওয়া হবে। এবং তার সঙ্গে আখেরাতের সওয়াব তো পৃথকভাবে আছেই।

وقيل هذه التوفية في الدنيا على ما أنفقوا مع ما أعدلهم في الآخرة من الثواب، (البحر المحيط)

জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত জারি থাকবে

ইমাম আবু বকর জাসসাস রহ. উক্ত আয়াতের তাফসীরে ঐ হাদিস উল্লেখ করেছেন যাতে বর্ণিত হয়েছে যে, ঘোড়ার কপালের মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত কল্যাণ রয়েছে। অর্থাৎ সওয়াব ও গনিমত রয়েছে। তারপর তিনি লিখেছেন:

وهو يدل أيضا على بقاء الجهاد إلى يوم القيامة.

এই হাদিস প্রমাণ করে যে, জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত জারি থাকবে। (আহকামুল কুরআন)

অসহায়ত্বের অজুহাত ভুল

তরজুমানুল কুরআনের মুসান্নিফ রহ. লিখেছেন:

৬০ নম্বর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে তোমাদের সাধ্য মতো (জিহাদের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করো)। কারণ এটা তো সম্ভব নয় যে, কোন জামাত এই ধরণের যুদ্ধের সরঞ্জাম প্রস্তুত করবে যা সর্বদিক থেকে পরিপূর্ণ। সুতরাং বোঝা গেল মুসলমানদেরকে এই সম্পর্কে যে হুকুম দেওয়া হয়েছে তা হলো, নিজেদের সাধ্যানুযায়ী যা কিছু করতে পারে করবে। এবং ফরজ আদায় করার জন্য বেরিয়ে পড়বে। বিষয়টি এমন নয় যে, যতক্ষণ পর্যন্ত দুনিয়ার সকল প্রকারের

হাতিয়ার ও সরঞ্জাম প্রস্তুত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত অসহায়ত্বের অজুহাত দিতে থাকবে। এবং ফরজ লড়াই থেকে নিশ্চিন্ত থাকবে। যদি মুসলমানরা উক্ত আয়াতের মর্ম বুঝত, তবে তারা এই উভয় সংকটে বড়ত না, যা বিগত দেড়শ বছর ধরে বিশ্বের সকল মুসলমানকে জর্জরিত করে রেখেছে। (তরজুমানুল কুরআন)

আসল বিষয় হলো ভীতসন্ত্রস্ত করা

কুরআনের উক্ত আয়াতে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশের কারণ এই বর্ণনা করা হয়ে যে, ترهبون به অর্থাৎ তোমরা এই যুদ্ধের প্রস্তুতির মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার দুশমন এবং তোমাদের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য দুশমনদের ভীত করবে। কুফর ও চুক্তি ভঙ্গ করা যে কতো বড়ো অপরাধ তা পূর্বের আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। আর মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্র উত্তোলন করা কাফের পশুদের চেয়েও নিকৃষ্ট। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার এই দুশমনদেরকে ভয় ও আতঙ্কের মধ্যে রাখা হবে, যাতে তারা জমিনের মধ্যে বিশৃঙ্খলা ও কুফর ছড়িয়ে দিতে না পারে। ترهبون শব্দটি إرهابْ মাসদার বা উৎস থেকে এসেছে। যাকে বর্তমান যুগে সন্ত্রাসবাদ বলে। আর إرهابي শব্দের অর্থ হলো, ভীতি প্রদর্শনকারী। যাকে বর্তমানে একটি গালি বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। মুসলমানদেরকে এই বিষয়ে খুবই সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা এই কাজের নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে ইসলামের দুশমনদের ভীতসন্ত্রস্ত করা হয়। সুতরাং যারা إرهابْ করে অর্থাৎ শত্রুতে ভীতসন্ত্রস্ত করে তারা কুরআনের হুকুমের ওপর আমল করে। এমন লোকদেরকে মন্দ বলা অথবা إرهابْ বলে উক্ত বরকতময় আমলের ওপর আঘাত করা অনেক বড়ো ভুল ও স্পষ্ট গুনাহ। (আল্লাহই অধিক অবগত)

কিসে ভীতি ছড়ায়?

আয়াতের ভাব থেকে একথা বোঝা যায় যে, মুসলমানদের এমনসব প্রস্তুতি গ্রহণ করা উচিত, যার দ্বারা দুশমন ভীতসন্ত্রস্ত হবে। নিকট অতীতে মুসলমানদের উদাসীনতার কারণে জিহাদের প্রস্তুতির আমল দুর্বল হয়ে গিয়েছিল এবং কাফেররা এই আমলে সামনে অগ্রসর হয়ে যায়। এখন যদি মুসলমানরা সাধারণ অস্ত্রশস্ত্র বানায় তাহলে তার দ্বারা ইসলামের দুশমনের ওপর বিশেষ কোন ভীতি পড়বে না। কেননা তাদের কাছে তো আরো বড়ো ও শক্তিশালী অস্ত্রশস্ত্র বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং কুরআনের হুকুমের ওপর আমল করার জন্য বর্তমান জমানায় তিনটি উত্তম পদ্ধতি রয়েছে:

১. ফিদায়ী মুজাহিদ প্রস্তুত করা। এবং ফিদায়ী জিহাদের জন্য নিত্যনতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করা হবে। নিশ্চয়ই ইসলামের দুশমনদের কাছে এই যুদ্ধপদ্ধতির কোনো বিকল্প নেই। মুবারক হোক বর্তমান জমানার ফিদায়ী মুজাহিদরা। তারা ভীতি ছড়িয়ে কাফেরদের উঁচু ও মজবুত দালানগুলোকেও প্রকম্পিত করে দিচ্ছেন। নিঃসন্দেহে এই আল্লাহ ওয়ালারাই উক্ত আয়াতের ওপর সঠিক আমল করছেন।

২. বারুদকে অধিক প্রভাবসৃষ্টিকারী বানানোর চেষ্টা করা। আলহামদুলিল্লাহ মুসলমানদের মধ্যে অনেক উঁচু ও উর্বর মস্তিষ্ক বা সৃজনশীল মেধাবী ও আইডিয়া-সমৃদ্ধ চিন্তাশক্তি রয়েছে। যদি কুরআনে পাকের উক্ত হুকুমের দাওয়াতকে ব্যাপক করা যায় এবং মুসলমানদের বলা হয় যে, তাদের ওপর জিহাদের প্রস্তুতি ফরজ এবং আল্লাহর দুশমনদের ভীতসন্ত্রস্ত করা একটি ইবাদত তাহলে অবশ্যই এমন এমন ব্যক্তিরা ময়দানে আসবে, যারা বারুদকে অনেক বেশি শক্তিশালী ও প্রভাবসৃষ্টিকারী বানাতে পারবে। এটি এমন এক হাতিয়ার যা যুদ্ধের চিত্রকেই পাল্টে দেয় এবং ফিদায়ী হামলাকে শক্তিশালী করে।

৩. মুসলমানদের জন্য সর্বদা অ্যাটমিক অস্ত্র বানানো উচিত। এবং সেই ময়দানে নিজের যোগ্যতা ও আসবাবকে কাজে লাগানো উচিত। (আল্লাহই অধিক অবগত)

একটি সন্দেহের অপনোদন

ইরাকের বর্তমান অবস্থা দেখে (২০০৩ সাল ও তার পরবর্তী সময়ের অবস্থা উদ্দেশ্য) কতক ব্যক্তি এই প্রশ্ন উত্থাপন করে যে, যুদ্ধের প্রস্তুতি এবং ভয়ংকর অস্ত্রশস্ত্রের কারণে তো উল্টা ক্ষতি হয়েছে। এবং শত্রুরা ভীত-সন্ত্রস্ত হওয়ার পরিবর্তে আরো মারমুখী হয়েছে। এই প্রশ্নের কয়েকটি উত্তর:

১. আয়াতের দ্বিতীয় শব্দের মধ্যে তার সুস্পষ্ট উত্তর রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, وأعدوا এবং তোমরা প্রস্তুতি নাও। لهم তাদের সঙ্গে লড়াই করার জন্য। (لقتالهم. جلالين) অর্থাৎ মুসলমানদের যুদ্ধের প্রস্তুতি যেন শুধুমাত্র প্রদর্শনীমূলক না হয়। বরং কিতাল ফি-সাবিলিল্লাহর হুকুম জিন্দা করার জন্য হতে হবে। ইরাকের প্রস্তুতি কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য ছিল না। কাফেরদের ওপর হামলা করা তো দূরের কথা সেখানকার সরকারি সেনাবাহিনী প্রতিরোধের জন্যও প্রস্তুত ছিল না। যদি ইরাকের সরকার কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য অস্ত্র তৈরি করত তাহলে কখনোই নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র প্রদর্শনীমূলকভাবে মানুষের সামনে উপস্থাপন করত না। জাতিসংঘের ইন্সপেক্টররা সেখানে বছর কে বছর পরে ছিল এবং গোয়েন্দাগিরি করত।

২. উক্ত পুরো সুরা এই বিষয়টি বোঝাচ্ছে যে, মুসলমানরা যেন আল্লাহ তা'আলার ওপর ভরসা করে জিহাদকে জিন্দা করে। বিজয় আসবাবপত্রের দ্বারা নয় বরং আল্লাহ তা'আলার সাহায্যে হয়ে থাকে। তারপর হুকুম দেওয়া হয়েছে তোমরা যতটুকু সম্ভব প্রস্তুতি গ্রহণ করো। ইরাকসহ কোনো মুসলিম রাষ্ট্রই জিহাদের আমলকে জিন্দা করেনি। এত বড় সেনাশক্তি থাকা সত্ত্বেও

তারা জিহাদের জন্য একটি গুলিও চালায়নি। আর যখন মৌলিকভাবেই তারা জিহাদের হুকুম জিন্দা করেনি তখন কীভাবে তারা জিহাদের উপকারিতা ইত্যাদি অর্জন করতে পারে? উক্ত আয়াতে বর্ণিত ভীতি সঞ্চার হওয়াও একটি জিহাদি উপকারিতা। আমেরিকা যখন ইরাকের ওপর হামলা করে তখন লাখো সরকারি সেনা হাতিয়ার ফেলে দিয়ে আত্মসমর্পণ করে। কিন্তু যখন সেখানে অল্প কিছু মুসলমান জিহাদের আমল শুরু করে তখন আমেরিকা ও তার জোটের লাখো সেনার অসহায়ত্ব নজরে আসে। এবং কয়েক বছর পর্যন্ত মাটি চাটতে ছিল। ভীতি একমাত্র জিহাদের দ্বারাই অর্জিত হয়। সরকারি পোষাকের দ্বারা নয়। আজ সাম্রাজ্যবাদি কাফেররা মুজাহিদদের ছোট ছোট ও কাঁচা হাতিয়ারের কারণে ভীত-সন্ত্রস্ত। অন্যদিকে নামে মাত্র ইসলামি রাষ্ট্রগুলোর অ্যাটমগুলোর কারণে এছাড়া আর কোনো ভয় নেই যে, এই হাতিয়ার ও অস্ত্রগুলো যদি মুজাহিদদের হাতে চলে যায়! (তাহলে তো আমাদের জন্য বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াবে) (আল্লাহই অধিক অবগত)

হে মুসলমানগণ! উক্ত হুকুমের ওপর আমল করো

আমাদের হিদায়াত ও সফলতার জন্য আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল কারিম নাজিল করেছেন। তার প্রতিটি হুকুম জিন্দা করার মধ্যেই আমাদের জীবন ও উন্নতি নিহিত। সুতরাং উক্ত আয়াতে যে হুকুম দেওয়া হয়েছে, আমাদের প্রত্যেক মুসলমান সাধ্যমতো তার ওপর আমল করা উচিত। প্রত্যেক মুসলমান জিহাদের জন্য অস্ত্রশস্ত্র শিখবে। ঘোড়ায় আরোহণ এবং তির চালানো শিখবে। নিজের নিশানা ঠিক করবে। ব্যায়ামের মাধ্যমে নিজের শরীর গঠন করবে। এবং জিহাদের জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকবে। নিজেদের ধনসম্পদ বেশি পরিমাণে জিহাদের পথে খরচ করবে। আমরা যা কিছুই উক্ত রাস্তায় করবো তা আমাদের জন্য ইনশাআল্লাহ অনেক মূল্যবান প্রমাণিত হবে। এবং আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি আমল ও প্রতিটি খরচের পরিপূর্ণ প্রতিদান দান করবেন।

এমনকি যদি আমরা জিহাদের ট্রেনিংয়ের নিয়তে সিঁড়িতে আরোহণ করি তাহলে এই পা ওঠানোটাও আমাদের জন্য অনেক মূল্যবান প্রমাণিত হবে। আর যখন মুসলমানরা জিহাদের প্রস্তুতি শুরু করবে তখন মালের মুহাব্বতের কারণে কাফেরদের অন্তরে মুসলমানদের প্রতি থাকা অবমূল্যায়ন খতম হয়ে যাবে। এবং পুরো দুনিয়াতে তাদের ভীতি ছড়িয়ে পড়বে। তখন তারা ইসলামের বেশি বেশি খেদমত করতে পারবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকল মুসলমানকে উক্ত আয়াতের হাকিকতের ওপর আমল করার তৌফিক দান করুন। আমিন, ইয়া আরহামার রাহিমিন।

উক্ত বিষয়ের গুরুত্ব ও তাকিদের জন্য পরিশেষে একটি বিষয় আপনাদের খেদমতে পেশ করছি যা 'ইসলাম ও জিহাদের প্রস্তুতি' এই নামে প্রকাশ হয়েছি।

ইসলাম ও জিহাদের প্রস্তুতি

ইসলাম ও অস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা

ইসলামের মহত্ত্ব, গৌরব ও অস্তিত্ব জিহাদের ওপরই নির্ভরশীল। জিহাদের জন্য এমন কিছু লোক থাকা প্রয়োজন যারা নিজেদের শরীর, মন ও অর্থ দিয়ে ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে ঢাল হয়ে দাঁড়াতে পারে এবং এমন এমন অস্ত্র থাকা প্রয়োজন যার দ্বারা যুদ্ধ শুরুর পূর্বেই ইসলামের শত্রুরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়। এবং যুদ্ধের ময়দানে সেই অস্ত্র দ্বারা তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া যায়। যেহেতু জিহাদ ইসলামের এমন বিধানগুলোর একটি যার ওপর ইসলামের মহত্ত্ব এবং মুসলমানদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নির্ভর করে তাই এই বিধান কিয়ামত পর্যন্ত জারি থাকার কথা বলা হয়েছে। তাই জিহাদের জন্য ব্যক্তিগত

ও সামরিক শক্তি গড়ে তোলার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে এবং এবিষয়ে বিশেষ নির্দেশনা জারি করেছে।

লোকবল

এজন্যই আমাদের ইসলাম ধর্ম প্রত্যেক ব্যক্তিকে মুজাহিদ হওয়ার হুকুম দিয়েছে। এবং ইসলাম কর্তৃক কিছু মানুষ যাদেরকে অক্ষম ঘোষণা করা হয়েছে তারা ব্যতীত সকলের জন্য মুজাহিদি জীবন এবং জিহাদের প্রস্তুতিকে জরুরি ঘোষণা করা হয়েছে। অপরদিকে জিহাদের জন্য ক্ষতিকর বিষয়গুলোকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

ঐ সকল ব্যক্তি যাদেরকে ইসলাম অক্ষম ঘোষণা করেছে তাদেরকে উক্ত আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে:

لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَ لَا عَلَى الْمَرْضَى وَ لَا عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ مَا يُنْفِقُوْنَ حَرَجٌ اِذَا نَصَحُوْا لِلّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ مَا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ مِنْ سَبِيْلٍ وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۹۱﴾

অর্থ: দুর্বলের ওপর, পীড়িতের ওপর আর ব্যয় করার মতো কোন সম্বল যাদের নেই তাদের ওপর কোনো অভিযোগ নেই, যদি তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি বিশ্বস্ত হয়ে থাকে। সৎ কর্মপরায়ণদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করার কোনো সুযোগ নেই, আর আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। সুরা তাওবা, ৯: ৯১

নববী যুগের দিকে ফিরে তাকালে দেখা যায়, সে যুগটি ছিল কুরআনুল কারিমের জিন্দা তাফসীর বা ব্যাখ্যা। মাজুর বা অক্ষম ব্যক্তিগণ ব্যতীত আর কোনো সাহাবিকে তখন যুদ্ধের বাইরে দেখা যেত না। এবং সেই ওজরগ্রস্ত লোকদের মধ্যেও এমন ব্যক্তিদের দেখা মিলত যারা ওজর থাকা সত্ত্বেও আজিমত বা দৃঢ়তার ওপর আমল করে জিহাদের ময়দানে বের হয়ে

এসেছেন। পুরুষরা তো যুদ্ধের ময়দানে আসতই এমনকি নারীদেরকেও জিহাদের ময়দানে দেখা যেত।

সেই বরকতময় যুগে জিহাদের ময়দানে থেকে পেছনে থেকে যাওয়া আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অসন্তুষ্টি এবং দ্বীনি ও দুনিয়াবি ক্ষতি হিসেবে গণ্য করা হতো। তাইতো প্রত্যেক ব্যক্তিই ময়দানের দিকে প্রতিযোগিতামূলক অগ্রসর হতো।

সামরিক শক্তি

দাওয়াতে নববীর প্রথম স্তর ছিল ব্যক্তিকে জিহাদের ওপর অর্থাৎ জান ও মাল কুরবানি করার জন্য প্রস্তুত করা। এবং যখন এই ব্যক্তিরা পরিপূর্ণভাবে প্রস্তুত হয়েছে বলে বোঝা যেত তখন তাদের দ্বিতীয় স্তর যুদ্ধের প্রস্তুতি চলত। কুরআন মজিদে সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছে। এবং মুসলমানদেরকে ভরপুর শক্তি বানানোর প্রতি উৎসাহিত করেছে। যদি মুসলমান সেটাকে আঁকড়ে ধরে তাহলে পুরো দুনিয়ার ওপর ইসলামের শান ও মর্যাদার পতাকা গেড়ে দিতে পারবে।

স্বয়ং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাহাবিদেরকে তিরন্দাজি, ঘোড়ায় আরোহন ও যুদ্ধের তরবিয়তের জন্য উৎসাহিত করতেন।

হাদিস

হজরত উকবা ইবনে আমের রা. বলেন আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে মিম্বরের ওপর বলতে শুনেছি, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত আয়াত তিলাওয়াত করেন: وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ.

তারপর ইরশাদ করেন: নিশ্চয়ই শক্তি হলো তির নিক্ষেপ। নিশ্চয়ই শক্তি

হলো তির নিক্ষেপ। নিশ্চয়ই শক্তি হলো তির নিক্ষেপ। বুখারি, খণ্ড-১, পৃ.৪০২

رمي এর অর্থ হলো- নিক্ষেপ করা। তার প্রয়োগ তির নিক্ষেপের প্রতিও হয়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উক্ত শব্দের মধ্যে এই ইঙ্গিত মিলে যে, আসল শক্তি হলো নিক্ষেপণের শক্তি। সুতরাং বর্তমান যুগে যদি চিন্তা করা যায় তাহলে দেখা যায়, আসল শক্তি নিক্ষেপের মধ্যেই নিহিত। যার মিজাইল যতটা দূরপাল্লার হবে, যার কাছে বারুদ ও লোহা নিক্ষেপের শক্তি যত বেশি ও দূরপাল্লার হবে বাহ্যিকভাবে সেই বিজয়ী হবে। তো নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতটা তাকিদের সঙ্গে নিক্ষেপকে শক্তি হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং মুসলমানদেরকে এই শক্তি বানানো ও বাড়ানোর প্রতি কুরআনের হুকুম শুনিয়েছেন। যাতে মুসলমানরা এই ময়দানে তাদের দুশমনের পেছনে থেকে না যায়। কারণ সে যদি শক্তির ময়দানে পেছনে থেকে যায় তাহলে দ্বীন ও দুনিয়া উভয়ের ধ্বংস তাদের ভাগ্যের লিখন হয়ে দাঁড়াবে। এবং সে তার দুশমনের সহজ শিকারে পরিণত হবে।

হাদিস

এমনিভাবে হজরত উকবা ইবনে আমের রা. বলেন আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে এই বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি তিরন্দাজি শিখে তা ছেড়ে দেয় সে আমাদের দলভুক্ত নয়। সহিহ মুসলিম, খণ্ড-১, পৃ. ১৪৩

দেখুন! অস্ত্র শিখে ছেড়ে দেওয়া ও ভুলে যাওয়ার ওপর কতো বড় ধমকি দেওয়া হয়েছে। এর থেকে জানা গেল যে, অস্ত্র চালনা শেখা এবং পরে তা স্মরণ রাখা অর্থাৎ তা ব্যবহার করতে থাকা ইসলামি বিধানের অন্তর্ভুক্ত। এবং তা ছেড়ে দেওয়ার ওপর কঠিন ধমকি রয়েছে। এখন ঐ সকল মুসলমানগণ নিজেদের জীবন সম্পর্কে একটু চিন্তা করুন যারা কখনোই ইসলামের এই হুকুমের দিকে একটুও মনোযোগ দেননি। বরং এটিকে নিজের দ্বীনের অংশ

পর্যন্ত মনে করেননি। অথচ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে অস্ত্রের প্রশিক্ষণ দিতেন। এবং অন্যদেরকেও তার প্রতি উৎসাহিত করতেন।

হাদিস

হজরত সালামা ইবনুল আকওয়া' রা. থেকে বর্ণিত একবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসলাম গোত্রের কিছু লোকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন যারা তিরন্দাজি করছিল। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, তোমরা তির নিক্ষেপ করো। নিশ্চয়ই তোমাদের পিতা হজরত ইসমাইল আ. তিরন্দাজ ছিলেন। তোমরা তির নিক্ষেপ করো। আমি অমুক গোত্রের সঙ্গে রয়েছি। বর্ণনাকারী বলেন, একথা শোনে অন্য জামাত তাদের হাত গুটিয়ে নিল। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বললেন, তোমাদের কী হলো যে তোমরা তির নিক্ষেপ বন্ধ করে দিলে? তখন তারা বলল, আমরা কীভাবে তির নিক্ষেপ করবো অথচ আপনি অন্য জামাতের সঙ্গে রয়েছেন? তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা তির নিক্ষেপ করো। আমি তোমাদের সকলের সঙ্গে রয়েছি।
ওহুদের যুদ্ধে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রা. কে বললেন, হে সা'দ! তির নিক্ষেপ করো। আমার পিতামাতা তোমার ওপর কুরবান হোক।
এমনিভাবে হজরত আবু তালহা রা. এর সঙ্গে একটি ঢাল বহন করতেন। যিনি একজন উৎকৃষ্ট তিরন্দাজ ছিলেন। তিনি যখন তির নিক্ষেপ করতেন তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মোবারক চেহারা ওঠিয়ে তার তির নিক্ষের জায়গা চেয়ে দেখতেন। সহিহ বুখারি, খণ্ড-১, পৃ. ৪০২
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বরকতময় শিক্ষা হলো, মসজিদকে সম্মান করা এবং সেই জায়গাকে খেলাধুলা ইত্যাদি থেকে মুক্ত রাখা। বরং মসজিদে খেলাধুলাকে কিয়ামতের অন্যতম আলামত হিসেবে ঘোষণা করা

হয়েছে। কিন্তু মসজিদে অস্ত্র শেখা ও তার মশক বা চর্চা করাকে নিষেধ করা হয়নি। বরং হাবশার একটি জামাত যখন মসজিদের মধ্যে বর্শা চালনার প্রতিযোগিতা করছিল তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে তা দেখছিলেন। এবং হজরত ওমর রা. কংকর নিক্ষেপ করে তাদেরকে তাড়িয়ে দিতে চাইলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ওমর! তাদেরকে আপন অবস্থায় ছেড়ে দাও। (বুখারি, খণ্ড.১, পৃ. ৪০২

মসজিদে নববীর মধ্যে অস্ত্রের প্রতিযোগিতা একথার প্রমাণ করে যে, জিহাদের প্রস্তুতি এমন এক ইবাদত যার মাধ্যমে মুসলমান আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য অর্জন করে। এজন্যই মসজিদে তার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উৎসাহ ও অনুপ্রেরণার ফলে সাহাবায়ে কেরাম রা. সক্রিয়ভাবে সামরিক বিষয়ে অংশগ্রহণ করতেন। এবং অশ্বারোহণ ও তিরন্দাজিতে উচ্চ স্তরের দক্ষতা অর্জনকে সৌভাগ্য ও সম্মানের বিষয় মনে করতেন। এবং তারা এ বিষয়ে একে অপরকে ছাড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতেন। ফলে তাদের দক্ষতা এতটাই সুপরিচিত হয়ে ওঠে যে, তারা নির্ভয়ে ঘোড়ার সরু পিঠে চড়তে পারতেন এবং পলায়নময় হরিণের চোখে তির বিদ্ধ করতে পারতেন।

অশ্বারোহণ ও তিরন্দাজির পাশাপাশি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাহাবিদেরকে সমুদ্রে সাঁতার কাটা ও নৌযুদ্ধে পারদর্শিতা অর্জন করতে উৎসাহিত করেছেন। এবং যারা নৌবহরের মাধ্যমে সমুদ্র পার হয়ে বিজয় অর্জন করবে তাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে জান্নাতের সুসংবাদ শুনিয়েছেন। সহিহ বুখারি, খণ্ড-১, পৃ. ৩৯২

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এই বরকতময় উৎসাহই সেই ইসলামী নৌবহরের ভিত্তি স্থাপন করেছিল যা পরবর্তীতে সমগ্র বিশ্বের উপকূলসমূহে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিল। এবং অগণিত ভূখণ্ড জয় করে ইসলামী খেলাফতের অন্তর্ভুক্ত করেছিল। এবং দীর্ঘকাল ধরে এই

ইসলামী নৌবহরগুলো অঘোষিত বাদশাহ হয়ে দুনিয়াতে তাকবিরের ধ্বনি উঁচু করে রাখে। কিন্তু এখন এমন এক সময় এসেছে যখন মুসলমানদের কাছে সব ধরণের যুদ্ধ প্রস্তুতির গুরুত্ব হারিয়ে গেছে। এবং ইসলামের মহত্ত্ব ও মুসলমানদের হেফাজতের ধারণাও তাদের অন্তর থেকে বের হয়ে গেছে।
হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মতোই খুলাফায়ে রাশেদিনের বরকতময় যুগেও মুসলমানদের যুদ্ধ প্রস্তুতি এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে মুজাহিদ হিসেবে গড়ে তোলার সংকল্প বিদ্যমান ছিল। হজরত আবু বকর রা. ও হজরত ওমর রা. কর্তৃক তাদের কমাণ্ডার ও গভর্নরদের উদ্দেশ্যে লিখা চিঠিপত্রগুলোতে এই বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য রয়েছে। তারা ইসলামি বাহিনীকে বিলাসিতা ও আরাম-আয়েশ থেকে দূরে রাখা এবং তাদেরকে অধ্যাবসায় ও কঠোর পরিশ্রম শিক্ষা দেওয়ার জন্য এই চিঠিগুলো লিখেছিলেন। তাদের বরকতময় জীবনই ছিল কঠোর পরিশ্রম ও জিহাদের প্রস্তুতির এক নিখুঁত উদাহরণ। শক্ত চামড়ার বিছানা বা মাটিতে ঘুমানো। পাথরকে বালিশ বানানো। খানা-পিনায় সরলতা। ঘোড়ার পিঠে লাফিয়ে চড়া। বড় বড় যুদ্ধের জন্য তরবারি হাতে প্রস্তুত থাকা। বের হওয়ার জন্য নিজেকে সবার আগে পেশ করা। মোটা কাপড় পরিধান করা। চালা ছাড়া আটার রুটি খাওয়া এগুলো সবকিছু ছিল তাদের সাধারণ অভ্যাস।
এক যুদ্ধের পরে হজরত ওমর রা. এর সামনে ঠাণ্ডা পানি পেশ করলে তিনি তা ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, কিয়ামতের দিন যদি বলা হয় যে, তোমাদের উত্তম আমলের বদলা তো দুনিয়াতেই দিয়ে দেওয়া হয়েছে!
হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, খুলাফায়ে রাশেদিন এবং সাহাবায়ে কেরাম রা. এর জিহাদের প্রশিক্ষণের প্রতি এই অনুরাগ ও ভালোবাসার উৎস হলো কুরআনের সেই বিধানসমূহ, যেখানে আল্লাহ তাআলা মুসলমানদেরকে জিহাদের জন্য প্রস্তুত হতে আদেশ করেছে এবং শক্তি ও শক্তির ভিত্তি নির্মাণের কথা উল্লেখ করেছে। কাফেরদের সেই আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধেও

মুসলমানদেরকে সতর্ক করেছে যে, কাফেররা মুসলমানদেরকে অস্ত্র থেকে উদাসীন দেখতে চায়। এবং অস্ত্রের নেয়ামতের বিষয়টি তার নবীদের ওপর এভাবে উল্লেখ করেছে যে, মুসলমানদের হৃদয় অস্ত্রের প্রতি ভালোবাসায় পূর্ণ হয়ে যায়।

আসুন আমরা কুরআনের এই নির্দেশগুলো সম্পর্কে একটু বিবেচনা করি। হতে পারে এর মাধ্যমে আমরা নিজেদেরকে জবাবদিহিতার ভেতরে আনতে এবং নিজেদেরকে অবহেলা থেকে মুক্ত করতে সক্ষম হবো।

যুদ্ধপ্রস্তুতির প্রয়োজনীয়তা

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পক্ষ থেকে জিহাদের ঘোষণা আসার পর সাহাবায়ে কেরাম অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে এই বরকতময় আমলে অংশগ্রহণ করার চেষ্টা করতেন। এবং শারীরিক অক্ষমতা সত্ত্বেও অনেক সাহাবি এই সৌভাগ্যকে ত্যাগ করতে রাজি ছিলেন না। মহিলারা তাদের মাসুম সন্তানদের পেশ করতেন। এবং বৃদ্ধ মায়েরা তাদের কলিজার টুকরো যুবকদেরকে ময়দানে নিয়ে আসতেন। অন্যদিকে মুনাফিকরা জিহাদে অংশগ্রহণে তালবাহানা করত। এবং নানা অজুহাত দেখিয়ে এই বরকতময় আমল থেকে নিজেকে ছাড়ানোর আপ্রাণ চেষ্টা করত। পবিত্র কুরআনে তাদের সেই অজুহাতগুলোকে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন, কখনো তারা গরমকেও বাহানা হিসেবে ব্যবহার করত।

لَا تَنۡفِرُوۡا فِی الۡحَرِّ ؕ .

‘গরমের মধ্যে অভিযানে বেরিও না’। সুরা তাওবা, ৯: ৮১

তখন তাদেরকে জবাবে বলা হয়, জিহাদ পরিত্যগের কারণে তোমাদেরকে যে জাহান্নামে ফেলা হবে তার গরম অনেক বেশি। তোমরা এই সাময়িক গরম থেকে বাঁচার জন্য চিরস্থায়ী উত্তাপকে মেনে নিচ্ছ?

কখনো তারা অজুহাত বানাত:

إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ ط

অর্থ: আমাদের বাড়িঘর অরক্ষিত। সুরা আহজাব, ৩৩: ১৩
তখন কুরআন তাদের বাহানাকে প্রত্যাখ্যান করে বলে:

وَ مَا هِيَ بِعَوْرَةٍ ج .

অর্থ: অথচ সেগুলো অরক্ষিত ছিল না। সুরা আহজাব, ৩৩: ১৩
কখনো তারা বলত, জিহাদ কোথায় হচ্ছে? যদি প্রকৃত জিহাদ হতো তাহলে অবশ্যই আমরা তাতে অংশগ্রহণ করতাম।

لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّا تَّبَعْنٰكُمْ ط .

অর্থ: 'যদি আমরা জানতাম যুদ্ধ হবে, তাহলে অবশ্যই তোমাদের অনুসরণ করতাম'। সুরা আলে ইমরান, ৩: ১৬৭
কিন্তু কুরআন মাজিদ তাদের সকল বাহানাকে প্রত্যাখ্যান করে দেয়। কিন্তু সেই মুনাফিকরা তখনও বলত যে, আমাদের তো জিহাদের বের হওয়ার নিয়ত আছে কিন্তু কোন না কোন অজুহাত পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তাই কুরআন মাজিদ এক মূলনীতি বলে দিয়েছে যে, জিহাদের ইচ্ছা কখন গ্রহণযোগ্য হবে? অন্যথায় প্রত্যেক মানুষই একথা বলবে যে, আমার তো জিহাদের বের হওয়ার ইচ্ছা ছিল কিন্তু আমার একটি ওজর চলে এসেছে। এভাবে একজন মানুষ হাজারো বাহানা তৈরি করে জিহাদকে ছেড়ে দেবে। এবং এই দাবিও করতে থাকবে যে, আমার ইচ্ছা অনেক দৃঢ়। আমি তো জিহাদের জন্য ব্যকুল। জিহাদের আবেগ আমার শিরায় শিরায় মিশে গেছে। সুতরাং কুরআন মজিদ একটি মূলনীতি বলে দিয়েছে যে, যার দ্বারা অক্ষম ও সক্ষম চিহ্নিত হয়ে যাবে। এবং অজুহাত সৃষ্টিকারী ও সত্যবাদীদের মধ্যে পার্থক্য হয়ে যাবে। কুরআনুল কারিমের মূলনীতি দেখুন:

وَ لَوْ اَرَادُوا الْخُرُوجَ لَاَعَدُّوْا لَهٗ عُدَّةً وَّ لٰكِنْ كَرِهَ اللّٰهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَ قِيْلَ اقْعُدُوْا مَعَ الْقٰعِدِيْنَ .

অর্থ: তাদের যদি (যুদ্ধাভিযানে) বের হওয়ার ইচ্ছে থাকতই তবে তারা সেজন্য অবশ্যই প্রস্তুতি নিত। কিন্তু তাদের অভিযানে গমনই আল্লাহর পছন্দ নয়, কাজেই তিনি তাদেরকে পশ্চাতে ফেলে রাখেন আর তাদেরকে বলা হয়, 'যারা (নিস্ক্রিয় হয়ে) বসে থাকে তাদের সাথে বসে থাক। সুরা তাওবা, ৯: ৪৬

উক্ত মূলনীতিটি থেকে সুস্পষ্টভাবে জানা যায় যে, যদি কেউ জিহাদের প্রস্তুতি নিয়ে থাকে, শারীরিক ও সামরিকভাবে সম্পুর্ণ প্রস্তুত হয়ে থাকে তারপর যদি তার কোন ওজর সামনে এসে যায়, অসুস্থ হয়ে যায় কিংবা অক্ষম হয়ে যায়, তার কাছে জিহাদের যাওয়ার মতো খরচাদি না থাকে, সে মুজাহিদদেরকে যেতে দেখে কাঁদতে থাকে, তার বুক ধড়ফড় করতে থাকে, কিন্তু তার কাছে আর্থিক সেই পরিমাণ সামর্থ নেই, যার দ্বারা সে জিহাদে যেতে পারে তাহলে সে মাজুর বা অক্ষম। এবং তার ওজর গ্রহণযোগ্য।

কিন্তু ঐ ব্যক্তি যে জিহাদের প্রস্তুতিই গ্রহণ করেনি। সক্ষমতা সত্ত্বেও সে জিহাদের জন্য কিছু আসবাবপত্র প্রস্তুতি করেনি আর না জিহাদের সামরিক আবশ্যকীয়তাও পূর্ণ করেছে, বরং শুধু অজুহাত দেখায়, তাহলে সে ব্যক্তি মিথ্যুক। আল্লাহ তা'আলা এই ধরণের মানুষকে জিহাদের বরকতময় ময়দানে আনতে পছন্দ করেন না। তাই তিনি তাদেরকে নারীদের কাছে বসিয়ে দেন।

বিবেচনাযোগ্য বিষয়

এখন এই নীতির আলোকে প্রত্যেক ব্যক্তির আত্ম-পর্যালোচনা করা উচিত। এবং সে সব চিন্তাবিদদেরও যারা জিহাদের ফজিলতকে বিশ্বাস করেন কিন্তু তাদের নিকট জিহাদের শর্ত পূর্ণ হয়নি। এবং তারা এই স্লোগান দেন যে, যদি শরীয়তসম্মত জিহাদ হয় তাহলে আমরা অবশ্যই তাতে বেরিয়ে পড়বো। তাদের কি এইটুকু প্রস্তুতি আছে, যার দ্বারা তার জিহাদের ময়দানে শত্রুর সঙ্গে প্রকাশ্যে মোকাবিলা করতে সক্ষম হবে? কখনোই নয়। বরং এমন লোকদের মনে কখনো এই চিন্তাও আসেনি যে, তারা কখনো বাস্তব জিহাদে অংশগ্রহণ

করবে। বরং বাস্তব জিহাদকে তারা একটি অ্যাকাডেমিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিষয়ে পরিণত করে অসংখ্য পৃষ্ঠা লিখে দিয়েছেন, অসংখ্য ক্যাসেট পূর্ণ করে দিয়েছেন কিন্তু তারা নিজেরা বাস্তব জিহাদে অংশগ্রহণ করতে চান না। না অন্যদেরকে তাতে যেতে উৎসাহিত করেন। আর না তাদের কাছে জিহাদের কোন প্রস্তুতি আছে। ফলে তাদের নিজেদের দেওয়া শর্তগুলো পূর্ণ হলেও তারা জিহাদে যেতে পারবে না।

মোটকথা কুরআনের এই মূলনীতি থেকে জিহাদের জন্য প্রস্তুতির গুরুত্ব অনুধাবিত হয় যে, প্রস্তুতি ছাড়া কোনো ইচ্ছাই গ্রহণযোগ্য নয়। বরং যখন জিহাদের ইচ্ছা হবে তখন কোন না কোন প্রকারের প্রস্তুতি অবশ্যই শুরু করে দিতে হবে।

জিহাদের প্রস্তুতি ফরজ

আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে জিহাদের জন্য এই পরিমাণ প্রস্তুতির হুকুম দিয়েছেন যার দ্বারা দুশমনের ওপর মুসলমানদের আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এবং তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোনো প্রকারের পদক্ষেপ নেওয়ার কল্পনাও করতে না পারে।

আল্লাহ তা'আলা মোবারক ইরশাদ:

وَ اَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَ عَدُوَّكُمْ وَ
اٰخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ لَا تَعْلَمُوْنَهُمْ اَللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ وَ مَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يُوَفَّ
اِلَيْكُمْ وَ اَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ ﴿٦٠﴾

আর তাদেরকে মুকাবিলা করার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ব-বাহিনী সদা প্রস্তুত রাখবে যদ্বারা তোমরা ভয় দেখাতে থাকবে আল্লাহর শত্রু আর তোমাদের শত্রুকে, আর তাদের ছাড়াও অন্যান্যদেরকেও যাদেরকে তোমরা জান না কিন্তু আল্লাহ তাদেরকে জানেন। তোমরা আল্লাহর পথে যা খরচ কর

তার পুরোপুরি প্রতিদান তোমাদেরকে দেয়া হবে, আর তোমাদের সাথে কক্ষনো যুলম করা হবে না। সুরা আনফাল, ৮: ৬০

উক্ত আয়াতের প্রতিটি অংশ ব্যাখ্যার দ্বারা ইনশাআল্লাহ এই বিষয়টি কিছুটা স্পষ্ট হবে:

وَ اَعِدُّوْا

এটি أمر বা আদেশবাচক শব্দ। এবং তাতে প্রস্তুতির হুকুম দেওয়া হয়েছে। এই হুকুমটি ওয়াজিব। আর আল্লাহ তা'আলার প্রতিটি হুকুম মুসলমানদের জীবনের জন্য জামানত হয় বা জীবনকে নিশ্চিত করে। এবং সেই হুকুম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া উম্মতের সম্মিলিত মৃত্যু ও ধ্বংস নিশ্চিত করে।

لَهُمْ

অর্থাৎ সেই কাফেরদের জন্য, ইসলামের দুশমনদের জন্য। অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলমানদের দুশমন; কাফেরদের কাছে ক্ষমতা থাকবে এবং তা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যয় করতে থাকবে। সুতরাং মুসলমানদের উচিত তাদের চেয়ে বেশি শক্তি প্রস্তুত করা।

مَّا اسْتَطَعْتُمْ

অর্থাৎ সাধ্যানুযায়ী। জিহাদের প্রস্তুতিকে কোন একটি সীমানায় সীমাবদ্ধ করা হয়নি। বরং মুসলমানদের যতটা সাধ্য হবে, যতটা শক্তি সঞ্চয়ের সামর্থ হবে ততটাই প্রস্তুতি করবে। কেননা শক্তি ও সক্ষমতা যত বেশি হবে ততবেশি মুসলমানদের বিজয় আসবে। এবং আল্লাহর কালিমাকে উঁচু করার শরয়ী ফরজ পূর্ণ হবে। এবং ফিতনা খতম হবে। এবং ফিতনা ও বিশৃঙ্খলা ছড়ানো লোকেরা মরে যাবে। যেহেতু কাফেররা সর্বদা মুসলমানদের জন্য ঘাত লাগিয়ে বসে থাকে এবং তারা মুসলমানদেরকে ধ্বংস ও শেষ করে দেওয়া অথবা তাদেরকে তাদের ধর্ম থেকে সরিয়ে পথভ্রষ্ট করে দেয়ার জন্য পূর্ণ চেষ্টা করে তাই তো মুসলমানদের মোকাবিলা প্রত্যেক ফিতনাপছন্দ কাফেরদের সঙ্গে হবে। তার সম্পর্ক যে ধর্মের সঙ্গেই হোক না কেন। মুসলমান সকলেই এক

ধর্মের এবং তার মোকাবিলায় কাফেররা সবাই এক ধর্মের। এজন্য জিহাদের প্রস্তুতির কোনো সীমানা নির্ধারণ করা হয়নি। বরং হুকুম দেওয়া হয়েছে, যতটা পারো শক্তি ও প্রস্তুতি অর্জন করে নাও। যাতে তোমাদের পরাজয় ও লাঞ্চনার মুখোমুখি না হতে হয়।

قُوَّةٍ

শক্তি এর মধ্যে সবধরণের অস্ত্রশস্ত্র এসে যায়। ঐ সকল অস্ত্রশস্ত্র যা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে সাহাবায়ে কেরাম রা. ব্যবহার করেছেন তাও। এবং ঐসকল অস্ত্রশস্ত্র যা পরবর্তীতে মুসলমানরা আবিষ্কার করেছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত ব্যবহৃত সকল শক্তি তাতে এসে যায়। এজন্য قُوَّةٍ শব্দটিকে নাকেরা বা অনির্দিষ্ট বাচক আনা হয়েছে। সুতরাং সর্বপ্রকারের প্রস্তুতি গ্রহণ করা মুসলমানদের জন্য আবশ্যক। আর সেই শক্তির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হলো নিক্ষেপণের শক্তি। যা বর্তমান জমানায় রকেট, মিজাইল এবং বোমার মাধ্যমে ব্যবহার করা হচ্ছে।

এখন এই শক্তি কোথা থেকে অর্জন করবে? কুরআনুল কারিম মুসলমানদেরকে তার উৎসও বলে দিয়েছে যে, এই শক্তির উৎস হলো লোহা। যার মধ্যে আল্লাহ তা'আলা কঠিন শক্তি রেখে দিয়েছেন। এবং তাতে মানুষের জন্য অসংখ্য উপকারিতা রয়েছে। বিশেষত যখন লোহার সঙ্গে আগুন ব্যবহার করা হয় তখন তা উত্তম শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

কুরআন মজীদে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَ اَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَأْسٌ شَدِيْدٌ وَّ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ.

অর্থ: আমি অবতীর্ণ করেছি লোহা যাতে আছে প্রচন্ড শক্তি আর মানুষের জন্য নানাবিধ উপকার। সুরা হাদিদ, ৫৭: ২৫

উক্ত আয়াতে লোহা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, আমি লোহা অবতীর্ণ করেছি। যাতে খুবই শক্তি আছে। কাশশাফের মুসান্নিফ بَأْسٌ شَدِيْدٌ এর তাফসীর করেছেন 'কিতাল' শব্দ দ্বারা। অর্থাৎ লোহার দ্বারা জিহাদ করা হয়। তারপর

জিহাদের মাধ্যমে ফিতনা ও বিশৃঙ্খলা খতম হয়। তখন মানুষ শান্তি, নিরাপত্তা ও প্রশান্তির জীবন যাপন করতে পারে। এবং مَنَافِعُ لِلنَّاسِ এর একই উদ্দেশ্য হতে পারে।

তার পূর্বের আয়াতে চিন্তা করার দ্বারা, এই সম্পর্ক জানা যায় যা উক্ত আয়াতে কিতাব, মিজান ও লোহার মধ্যে রয়েছে। তা এভাবে যে, আল্লাহ তা'আলা কিতাব অবতীর্ণ করেছেন এবং লোহাও অবতীর্ণ করেছেন। কিতাবের বাস্তবায়ন লোহার দ্বারা হবে। যে-ই এই কিতাব অথবা ইনসাফের সামনে প্রতিবন্ধক হবে লোহার মাধ্যমে তার শেষ করা হবে। তো কিতাব এবং আদল ও ইনসাফের হেফাজত লোহার মাধ্যমে হবে। অর্থাৎ লোহার দ্বারা বানানো অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে যুদ্ধের মাধ্যমে।

আয়াতের সামনের অংশে বলা হয়েছে, وليعلم الله من ينصره যাতে আল্লাহ তা'লা জেনে নেন যে, কে তার দ্বীনের সাহায্য করে। অর্থাৎ লোহার দ্বারা বানানো জিহাদের আসবাবপত্র যেমন, তরবারি, নেজা এবং অন্যান্য আসবাবপত্রের মাধ্যমে কে আল্লাহ তা'আলার দ্বীনকে সাহায্য করে। এবং সেই অস্ত্রশস্ত্রগুলোকে আল্লাহর দ্বীনের দুশমনের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে। إن الله قوي عزيز নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা শক্তিমান ও বিজয়ী। তিনি নিজেই তার দুশমনদের ধ্বংস করার ক্ষমতা রাখেন কিন্তু তিনি জিহাদের হুকুম দিয়েছে যাতে মুসলমানরা উক্ত হুকুমকে পুরা করে দুনিয়াবি ও আখেরাতের অনেক ফায়দা ও উপকারিতা অর্জন করে নিতে পারে।

পূর্ববর্তী নবীগণের মধ্য থেকে হজরত দাউদ আ. এর ওপরে আল্লাহ তা'আলা বিশেষ অনুগ্রহ করেছিলেন। এবং লোহাকে তার জন্য নরম করে দিয়েছিলেন। যার দ্বারা তিনি অন্যান্য আসবাবপত্রের সঙ্গে সঙ্গে তিনি অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধে প্রতিরক্ষামূলক জিনিসপত্র তৈরি করতেন।

কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে,

وَ لَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ مِنَّا فَضْلًا ؕ يٰجِبَالُ اَوِّبِيْ مَعَهٗ وَ الطَّيْرَ ۚ وَ اَلَنَّا لَهُ الْحَدِيْدَ ﴿۱۰﴾ اَنِ اعْمَلْ سٰبِغٰتٍ وَّ قَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَ اعْمَلُوْا صَالِحًا ؕ اِنِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿۱۱﴾

অর্থ: আর আমি আমার পক্ষ থেকে দাউদের প্রতি অনুগ্রহ করেছিলাম। (আমি আদেশ করেছিলাম) হে পর্বতমালা! তোমরা দাউদের সঙ্গে আমার পবিত্রতা ঘোষণা কর আর পাখিদেরকেও (এ আদেশ করেছিলাম)। আমি লোহাকে তার জন্য নরম করে দিয়েছিলাম। সুরা সাবা, ৩৪: ১০

যাতে তুমি পূর্ণ মাপের বর্ম তৈরি করতে পার, কড়াসমূহ সঠিকভাবে সংযুক্ত কর আর তোমরা সৎকর্ম কর। তোমরা যা কর আমি তার প্রত্যক্ষদর্শী। সুরা সাবা, ৩৪: ১১

এমনিভাবে তাফসীরে কুরতুবিতে হজরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত যে, হজরত আদম আ. যখন জান্নাত থেকে দুনিয়াতে অবতরণ করেন তখন তার কাছে ৫ টি লোহার সরঞ্জাম ছিল। নেহাই। কামারের হাতুড়ি। ফলক। সাধারণ হাতুড়ি। সুই। কুরতুবি, খণ্ড-১, পৃ. ২৬১

এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা হজরত দাউদ এর ওপর নিজের নেয়ামতের আলোচনা এভাবে করেছেন যে, আমি তাকে জিহাদের অস্ত্র বানানোর শাস্ত্র শিখিয়েছিলাম।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَ عَلَّمْنٰهُ صَنْعَةَ لَبُوْسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِّنْۢ بَاْسِكُمْ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ شٰكِرُوْنَ .

অর্থ: এবং আমিই তাকে বর্ম নির্মাণ শিক্ষা দিয়েছিলাম তোমাদের উপকারে তোমাদের পারস্পরিক যুদ্ধে তোমাদেরকে রক্ষা করার জন্য, কাজেই তোমরা কি কৃতজ্ঞ হবে? সুরা আম্বিয়া, ২১: ৮০

এমনিভাবে লোহা ও আগুন দুশমনের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার আলোচনা কুরআন মাজিদে হজরত জুলকারনাইন এর ঘটনায় নিয়ে এসেছেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

قَالُوا يٰذَاالْقَرْنَيْنِ اِنَّ يَاْجُوْجَ وَ مَاْجُوْجَ مُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلٰٓى اَنْ
تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُمْ سَدًّا ﴿٩٤﴾ قَالَ مَا مَكَّنِّىْ فِيْهِ رَبِّىْ خَيْرٌ فَاَعِيْنُوْنِىْ بِقُوَّةٍ اَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَ
بَيْنَهُمْ رَدْمًا ﴿٩٥﴾ اٰتُوْنِىْ زُبَرَ الْحَدِيْدِ حَتّٰٓى اِذَا سَاوٰى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوْا حَتّٰٓى اِذَا
جَعَلَهٗ نَارًا قَالَ اٰتُوْنِىْٓ اُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا ﴿٩٦﴾ فَمَا اسْطَاعُوْٓا اَنْ يَّظْهَرُوْهُ وَ مَا اسْتَطَاعُوْا لَهٗ
نَقْبًا ﴿٩٧﴾

অর্থ: তারা বলল, 'হে জুলকারনাইন! ইয়াজুজ মাজুজ পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করছে, অতএব আমরা কি আপনাকে কর দেব যে, আপনি আমাদের ও তাদের মাঝে একটা বাঁধ নির্মাণ করে দেবেন?

সে বলল, 'আমাকে আমার প্রতিপালক যা দিয়েছেন তা-ই যথেষ্ট, কাজেই তোমরা আমাকে শক্তি-শ্রম দিয়ে সাহায্য কর, আমি তোমাদের ও তাদের মাঝে এক সুদৃঢ় প্রাচীর গড়ে দেব।

আমার কাছে লোহার পাত এনে দাও।' শেষ পর্যন্ত যখন সে দু'পাহাড়ের মাঝের ফাঁকা জায়গা পুরোপুরি ভরাট করে দিল তখন সে বলল, 'তোমরা হাপরে দম দিতে থাক।' শেষ পর্যন্ত যখন তা আগুনের মত লাল হয়ে গেল তখন সে বলল, 'আনো, আমি এর ওপর গলিত তামা ঢেলে দেবো।

এরপর তারা (অর্থাৎ ইয়াজুজ-মা'জুজ) তা অতিক্রম করতে পারবে না, আর তা ভেদ করতেও পারবে না। সুরা কাহফ, ১৮: ৯৪ - ৯৭

এসকল দলিলের দ্বারা একথা স্পষ্টভাবে সামনে আসে যে, নবি আ.গণ এবং আল্লাহ তা'আলা নৈকট্যশীল বান্দা যাদের ইমানের দৃঢ়তা এবং তাওয়াক্কুলের শক্তির আন্দাজ লাগানোও আমাদের জন্য সম্ভব নয় তারা লোহাকে দুশমনের বিরুদ্ধে প্রভাব সৃষ্টিকারী অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতেন। এবং নিজেরা অস্ত্র বানানো শিখতেন এবং তা ব্যবহার করতেন। এজন্য অস্ত্র ইমান বিরুদ্ধ কোন জিনিস নয়, এবং না ইমানদাররা অস্ত্রশস্ত্র থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারে, আর না অস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা এবং উপকারিতা অস্বীকার করা যাবে।

এখন চিন্তার বিষয় হলো, ইসলামের মহত্ত্ব ও মর্যাদা জিহাদের মধ্যে। আর অস্ত্রশস্ত্র ব্যতীত জিহাদ হতে পারে না। জিহাদের অসংখ্য ফজিলত ও উপকারিতা যুদ্ধাস্ত্র ব্যতীত অর্জন করা সম্ভব নয়। তাই শক্তি অর্জনের হুকুমের ওপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব আমল করেছেন এবং করিয়েছেন। এবং সেই জমানার নতুন নতুন এবং প্রভাবসৃষ্টিকারী অস্ত্র শেখার জন্য তিনি সাহাবায়ে কেরামের কাফেলা পাঠিয়েছেন। ইবনে সা'দ ও ইবনে হিশামে উল্লেখ হয়েছে যে, হজরত উরওয়া ইবনে মাসউদ রা. এবং হজরত গাইলান ইবনে সালামা রা. তায়েফের অবরোধে অংশগ্রহণ করেননি। কেননা তারা উভয়েই জুরশ নামক জায়গায় মিনজানিক, টেঙ্ক, যবুর শেখার জন্য গিয়েছিলেন।

মিনজানিক ও টেঙ্ক সেই জমানার সবচেয়ে উত্তম ও আধুনিক অস্ত্র ছিল। আর যবুর সেই জমানার বুলেট প্রুফ জেকেট হিসেবে ব্যবহার করা হতো। যা সাহাবায়ে কেরাম রা. ব্যবহার করতেন। এবং তার আড় নিয়ে দুশমনের তির থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে তাদের ওপর হামলা করতেন। এছাড়াও আরো বিভিন্ন ধরণের নিরাপদ অস্ত্রশস্ত্র সাহাবায়ে কেরাম রা. ব্যবহার করেছেন। তায়েফ অবরোধে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিনজানিক ব্যবহার করেছিলেন।

ইবনে হিশাম তার সিরাতের মধ্যে লিখেছেন, ইসলামে মিনজানিক ব্যবহারকারী সর্বপ্রথম ব্যক্তি হলেন হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কতক বর্ণনায় খাইবারের যুদ্ধে মিনজানিক ব্যবহারের কথা এসেছে।

وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ

শক্তির পরে বিশেষভাবে ঘোড়া লালন-পালনের হুকুম দেওয়া হয়েছে।

জিহাদের ময়দানে ঘোড়ার এক বিশেষ গুরুত্ব ও অবস্থান আছে। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল কারিমে মুজাহিদের হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে দৌড়ানো,

অগ্নি স্ফুলিঙ্গ ওড়ানো এবং হামলাকারী ঘোড়াদের শপথ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

وَ الْعٰدِيٰتِ ضَبْحًا ﴿۱﴾ فَالْمُوْرِيٰتِ قَدْحًا ﴿۲﴾ فَالْمُغِيْرٰتِ صُبْحًا ﴿۳﴾ فَاَثَرْنَ بِهٖ نَقْعًا ﴿۴﴾ فَوَسَطْنَ بِهٖ جَمْعًا ﴿۵﴾

শপথ সেই (ঘোড়া) গুলোর যারা ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ায়। অতঃপর (নিজের ক্ষুরের) ঘর্ষণে আগুন ছুটায়। অতঃপর সকালে হঠাৎ আক্রমণ চালায়। আর সে সময় ধূলি উড়ায়। অতঃপর এর দ্বারা শত্রুদলের ভেতরে ঢুকে পড়ে। সুরা আদিয়াত, ১০০: ১-৫

পবিত্র কুরআনুল কারিমে এটাও উল্লেখ হয়েছে যে, পূর্ববর্তী নবিগণ জিহাদি শক্তির জন্য ঘোড়া ব্যবহার করেছেন। এবং তার দিকে বিশেষ মনোযোগ দিয়েছেন। হজরত সুলাইমান আ. যখন জিহাদের ইচ্ছা করেন তখন ঘোড়া চাইলেন। তারপর সেগুলোকে দৌড়ানোর হুকুম দেন। যখন ঘোড়াগুলো দৌড়ে দৃষ্টির অন্তরায় হয়ে যায় তখন সেগুলো ফিরে আসতে বলেন। যখন সেগুলোকে ফিরিয়ে নিয়ে আসা হয় তখন মুহাব্বতের সঙ্গে সেগুলোর পায়ের গোড়ালি ও ঘারে হাত বুলিয়ে দেন। তার কারণ ছিল, ঘোড়ার প্রয়োজন ও গুরুত্ব এবং জিহাদের ময়দানে তার উত্তম কার্যক্রম।

আল্লাহ তা'আলা উক্ত ঘটনাকে কুরআনুল কারিমে এভাবে বর্ণনা করেছেন:

وَ وَهَبْنَا لِدَاوٗدَ سُلَيْمٰنَ ؕ نِعْمَ الْعَبْدُ ؕ اِنَّهٗۤ اَوَّابٌ ﴿۳۰﴾ اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصّٰفِنٰتُ الْجِيَادُ ﴿۳۱﴾ فَقَالَ اِنِّيْۤ اَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّيْ ۚ حَتّٰى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ﴿۳۲﴾ رُدُّوْهَا عَلَيَّ ؕ فَطَفِقَ مَسْحًۢا بِالسُّوْقِ وَ الْاَعْنَاقِ ﴿۳۳﴾

অর্থ: আর আমি দাউদকে দান করলাম সুলাইমান। সে কতই না উত্তম বান্দা! নিঃসন্দেহে সে ছিল অতিশয় আল্লাহ অভিমুখী। যখন তার সামনে সন্ধ্যাবেলায় পেশ করা হল দ্রুতগামী উৎকৃষ্ট ঘোড়াসমূহ। তখন সে বলল, 'আমি তো আমার রবের স্মরণ থেকে বিমুখ হয়ে ঐশ্বর্যের প্রেমে মগ্ন হয়ে পড়েছি,

এদিকে সূর্য পর্দার আড়ালে চলে গেছে। (সে তার সন্ধ্যাকালীন ‘ইবাদাত সম্পন্ন করে (বলল) ওগুলোকে আমার কাছে আবার এনে হাজির কর। তখন সে তাদের পায়ে ও গলায় হাত বুলাতে লাগল। সুরা সাদ, ৩৮: ৩০-৩৩

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোড়া বাঁধা ও তা লালন-পালন করার অনেক অবাক করা ফজিলত বর্ণনা করেছেন। বুখারি শরিফের বর্ণনা মোতাবেক রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ঘোড়ার কপালের মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত কল্যাণ রেখে দেওয়া হয়েছে। তার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, প্রতিদান ও গনিমত।

এমনিভাবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

যে ব্যক্তি ইমান ও সওয়াবের আশায় ঘোড়া প্রতিপালন করবে তার খাবার, পানীয়, গোবর ও পেশাব সবকিছু কিয়ামতের দিন মিজানের পাল্লায় ওজন করা হবে।

কিছু হাদিসে জিহাদের নিয়তে ঘোড়ার জন্য খরচ করাকে সদকা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

ইসলামের প্রাথমি যুদ্ধগুলোতে মুসলমানরা তো পায়দল যুদ্ধ করত। তাদের জন্য ঘোড়া ব্যবস্থা হতো না। ওহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের কাছে দুটি ঘোড়া ছিল। বনি কুরাইজাকে অবরোধ করার সময় মুসলমানদের ছয়টি ঘোড়া ছিল। যখন বনি কুরাইজা থেকে মুসলমানদের যথেষ্ট পরিমাণ গণিমত অর্জিত হয় তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বন্দি এবং অন্যান্য আসবাবপত্র নজদের দিকে প্রেরণ করেন। যার পরিবর্তে সেখান থেকে ঘোড়া ও অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় করেন। খাইবারের যুদ্ধে মুসলমানদের কাছে ২০০ ঘোড়া ছিল। এভাবেই মুসলমানদের যুদ্ধাস্ত্র বিশেষত ঘোড়ার ক্ষেত্রে উন্নতি হতে থাকে। এমনকি তাবুকের যুদ্ধে মুসলমানদের সংখ্যা ত্রিশ হাজার ছিল যাতে অশ্বারোহী ছিল দশ হাজার।

ইসলামি সেনাবাহিনীতে অস্ত্র ও আসবাবের দিক থেকে এই অবাক করা উন্নতি স্বয়ং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ব্যক্তির বিশেষ মনোযোগের কারণেই সম্ভব হয়েছিল।

বুখারি শরিফে হজরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রা. থেকে বর্ণিত যে, বনি নজির গোত্রের ধনসম্পদ মালে ফাই হিসেবে ছিল। অর্থাৎ যেগুলো মুসলমানরা যুদ্ধ ছাড়াই অর্জন করেছিল। সেজন্য এই সকল সম্পত্তি শুধুমাত্র রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্যই ছিল। এর থেকে তিনি তার পরিবার পরিজনের খরচাদি পুরা করেন। এবং যা অতিরিক্ত বেঁচে গিয়েছিল তার দ্বারা তিনি জিহাদ ফি-সাবিলিল্লাহর জন্য অস্ত্রশস্ত্র ও ঘোড়া ক্রয় করেন।

تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَ عَدُوَّكُمْ

অস্ত্র ও শক্তি গড়ার উদ্দেশ্য হলো, কাফেরদের ওপর ভীতি সঞ্চার করা। যাতে তার ভীতসন্ত্রস্ত থাকে এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে ফিতনা ছড়াতে না পারে। আয়াতের এই অংশ থেকে বোঝা যায় যে, মুসলমানদের জন্য সর্বদা এমন এমন অস্ত্র ও এই পরিমাণ শক্তি সঞ্চয় করে রাখা উচিত যারা দ্বারা কাফেররা ভীতসন্ত্রস্ত থাকবে। তো রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জমানায় প্রচলিত অস্ত্র তির, তরবারি, মিনজানিক, ঘোড়া ইত্যাদি ছিল। যেগুলোর সংখ্যাধিক্য ও উন্নতির কারণে দুশমন সর্বদা ভীত থাকত। কিন্তু বর্তমান জমানায় নতুন নতুন অস্ত্রশস্ত্র আবিষ্কার হয়েছে। এবং যতক্ষণ পর্যন্ত কোন জাতির কাছে এই নতুন অস্ত্রশস্ত্র না থাকবে অন্যরা তাদের মূলোৎপাটন করতে থাকবে।

মোটকথা, মুসলমানদের জন্য জরুরি হলো, তারা এতটা শক্তি তৈরি করবে যার দ্বারা তাদের দুশমন থেমে যাবে। এবং মুসলমানরা প্রশান্তির সঙ্গে ইমান ও নিরাপত্তার জীবন যাপন করতে পারবে। আর যদি মুসলমানরা এই ময়দানে দুর্বলতা প্রদর্শন করে তাহলে নিশ্চিতই দুশমন তাদের ওপর বিজয়ী

হয়ে যাবে এবং মুসলমানদের জান এবং তাদের ইমান স্থায়ীভাবে জন্য আশংকার মধ্যে পড়ে যাবে।

সুতরাং যে যুগে মুসলমারা এই কুরআনের শিক্ষাগুলোকে আপন করে নিয়েছিল সে যুগে তারা পুরো দুনিয়ার ওপর রাজত্ব করেছিল। জলে ও স্তলে ইসলামের ঝাণ্ডা উড়িয়েছে। অস্ত্রের দিক থেকে মুসলমানদের উন্নতি সে যুগে কাফেরদের কোমর ভেঙে দিয়েছে। সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়্যুবি রহ. এর যুগে হাত বোমা ও আগুনের শিখা দ্বারা দুশমনের দুঢ়তা মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়। এমনিভাবে আন্দুলুসের যুদ্ধগুলোতে মুসলমানরাই সর্বপ্রথম বারুদ বানায়। এবং বড় বড় তোপ ব্যবহার করে।

কিন্তু বর্তমানে মুসলমানরা এই ময়দানে কাফেরদের পেছনে পড়ে গেছে। এবং মুসলমানদের আবিষ্কার করা অস্ত্রগুলোকে কাফেররা উন্নতি করে বিভিন্ন যুগে তারা এমন শক্তি অর্জন করেছে যে, এখন যখন তারা চায় মুসলমানদেরকে লাঞ্চিত করে এবং মুসলমানদের রক্ত দিয়ে হোলি খেলে।

হায়! মুসলমানরা আজও যদি জাগ্রত হতো। কুরআনের শিক্ষাকে আপন করে নিয়ে আগুন ও লোহার আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামতগুলোকে কাজে লাগিয়ে শক্তি সৃষ্টি করত। যার দ্বারা তারা তাদের দুশমনকে ভীতসন্ত্রস্ত করত। এবং মুসলমানদের সম্মান ও মহত্ত্ব আগের অবস্থায় ফিরে আসত।

বর্তমান জমানায়ও যদি কোথাও ইসলাম কুফরকে পরাজিত করে থাকে তাহলে তা একমাত্র জিহাদের মাধ্যমেই দিয়েছে। আজকের আফগানিস্তানের সুস্পষ্ট বিজয় এই জিহাদেরই ফসল। সোভিয়েত ইউনিয়নের ধ্বংস ও বরবাদি জিহাদের ময়দানে মুসলমানদের কুরবানিরই ফসল। এজন্য মুসলমানদের উচিত দ্বীনের এই শাখাকে আবারো জিন্দা করা। এবং ইসলামের মহত্ত্ব ও আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করার জন্য অস্ত্র বানানো শেখা, জমা করা এবং কাফেরদের বিরুদ্ধে তা হিকমত ও সাহসিকতার সঙ্গে ব্যবহার করা।

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.